নীরবে-নিভৃতে

সামাজিক নাটক

শ্রীঅনিলবরণ দত্ত

বৈকুণ্ঠ বুক হাউস
১৮৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সাহা
১৮৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
ক'লকাতা-৬

ছেপেছেন ঃ
শ্রীমহাদেব মণ্ডল
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
ক'লকাতা-৬

বেঁধেছেন ঃ
জবা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৩১ ডি, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী
১৮ই মাঘ, ১৩৬৭

মূল্য ঃ
দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

এই
নাটক
খানি—

মঞ্চস্থ ক'রবার আগে নাট্যকারের লিখিত অনুমতি পত্র গ্রহন করা বাঞ্ছনীয়।

অনুমতি পত্রের জন্যে নীচের ঠিকানায় লিখতে পারেন।

—প্রকাশক—

শ্রীঅনিলবরণ দত্ত
২০৭/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
ক'লকাতা-৭

শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বসু

করকমলেষু—

সেজদা,

আজকের আমি হয়তো হারিয়ে যেতাম উনিশশো' পঞ্চাশের অক্টোবরে। কিন্তু হারাইনি। হারাতে দেয়নি আপনারি সুমধুর স্নেহস্পর্শ।

আজ বারবার মনে পড়ছে উনিশশো' বাহান্নোর তিরিশে নভেম্বরের কথা। মনে পড়ছে উনিশশো' তিপ্পান্নর পাঁচই আগ'ষ্টর ঘটনা। আর মনে পড়ছে উনিশশো' চুয়ান্নর সেই সাধারণ ধর্ম্মঘট সুরুর দুর্ঘটনা। মনে পড়বেও।

'আধুনিক কৃতজ্ঞতা' জ্ঞাপনে আমার আস্থা নেই। তাই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট নাইবা ক'রলাম! তার চেয়ে অনেক ভাল বিগত দিনের ঘটনাগুলো জন সমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ ক'রে গৌরব বোধ করা।

ক'লকাতা

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

গুণমুগ্ধ—

অনিল

'নীরবে-নিভৃতে' একটা নাটক। কেন লিখেছি নাইবা ব'ললাম। 'জ্ঞান-মিটারে' পারা চড়িয়ে বক্তব্যের কলেবর বৃদ্ধি করতে পারতাম। কিন্তু কি ক'রবো?—মাঘের শীতেও কাগজের বাজারে পাখা চ'লছে। তাই বাধ্য হয়েই সংক্ষেপে মনবাসনা ব্যক্ত করছি।

মুক্ত ছিলাম। বাঁধা পড়েছি নীরবে-নিভৃতে লিখে। এই নাটকের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে শ্রদ্ধেয় নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত আমাকে বেঁধেছেন স্নেহের বাঁধনে। ঋণের বাঁধনে আমাকে জড়িয়েছেন মুরারী চট্টোপাধ্যায় (স্বপ্নে আমার হারিয়ে যাওয়া) আর অলোক সান্যাল (নিরাশায় ভরা এই ধরনীতে) গান দু'টো লিখে দিয়ে। ব্যবসায়ী বুদ্ধি দিয়ে বেঁধেছেন শৈলেন্দ্র নাথ সাহা প্রকাশকের দায়িত্ব নিয়ে। 'শিক্ষার্থী'র শিল্পীরা বেঁধেছেন প্রীতির বাঁধনে নাটকটা সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ করে। আর আপনি বাঁধলেন আড়াই টাকার বাঁধনে, নাটকটা কিনে।

জায়গা যখন আছে, বক্তব্যের শেষে একটু অনুরোধও জুড়ে দি। নিজেদের খেয়াল-খুসী মত নাটকটাকে ছেঁটে ছোট কিংবা জুড়ে বড় ক'রবার চেষ্টা ক'রবেন না। নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলোর যথাযথ রূপারোপ ক'রতে বা সংলাপ আয়ত্বে আনতে যাঁরা অক্ষম, তাঁরা এটা মঞ্চস্থ ক'রে অযথা আমাকে দুঃখ দেবেন না। এর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দিত হবো নাটকটা ইঁদুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ | বিনীত—
হাট-বহিরগাছি, নদীয়া। | নাট্যকার।

—যাদের নিয়ে নাটক—

ব্রজেন রায়—	রিটায়ার্ড পুলিশ-সুপার।
প্রশান্ত বসু—	সাহিত্য-সেবী।
সুরেন সুর—	আত্ম-কেন্দ্রিক যুবক।
পরেশ বসু—	সখীচাঁদ ফিল্মস্ এর ডাইরেক্টর।
সখীচাঁদ—	সখীচাঁদ ফিল্মস্ এর মালিক।
মহীতোষ—	পরেশ বসুর ইন্ডোর-সেক্রেটারী।
মিঃ পল—	ইণ্টার ন্যাশনাল ইন্‌ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ডাইরেক্টর।
নিবারন সেন—	'অঙ্কুর' পত্রিকার হোয়াট্-নট্।
দীপঙ্কর—	নবপ্রভাত কাগজের সিনেমা-এডিটর।
চিন্ময়—	প্রশান্তর বন্ধু।
ভবদেব—	নিবারনের সহকারী।
নন্দ—	ব্রজেন রায়ের চাকর।
অন্ধ—	ভিক্ষুক।
কানাই—	অন্ধের ছেলে।
লিলি—	ব্রজেন রায়ের মেয়ে।
কান্তা—	লিলির বন্ধু।
বকুল—	চিন্ময়ের স্ত্রী।
ঘূর্ণী ঘটক—	অভিনেত্রী।

এছাড়াও

ফেরিওয়ালাগণ, পথিকগণ, পিওন।

—ছাপার আগের অভিনয়গুলোতে যাঁরা অংশ গ্রহন করেছিলেন—

"চরিত্র"	"রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে"	"কুমারপুরে"	"বেলডাঙ্গায়"
ব্রজেন	মহেন্দ্র গুপ্ত	অনিল দত্ত	অনিল দত্ত
প্রশান্ত	সমর চ্যাটার্জ্জী	নীহার ব্যানার্জ্জী	নীহার ব্যানার্জ্জী
সুরেন	অনিল দত্ত	চিত্ত দাশ	গোপাল মুখার্জ্জী
পরেশ	মুকুল মুখার্জ্জী	কেবল মুখার্জ্জী	ডাঃ সুবোধ দত্ত
সখীচাঁদ	সন্তোষ রায়	পরিমল সরকার	সত্যগোপাল মুখার্জ্জী
মহীতোষ	তুহিন ব্যানার্জ্জী	অনুপম দাশ	তুহিন ব্যানার্জ্জী
মিঃ পল	কেবল মুখার্জ্জী	অজিত আশ	কাশী মুখার্জ্জী
নিবারন	তিমির ভাদুড়ী	তিমির ভাদুড়ী	তিমির ভাদুড়ী
দীপঙ্কর	প্রণব চৌধুরী	প্রণব চৌধুরী	মনীন্দ্র মজুমদার
নন্দ	চিত্ত দাশ	তুহিন ব্যানার্জ্জী	চিত্ত দাশ
চিন্ময়	শুভেন্দু দত্ত	শুভেন্দু দত্ত	অজিত পাণ্ডে
ভবদেব	বাবুলাল মিশ্র	বাবুলাল মিশ্র	বাবুলাল মিশ্র
অন্ধ	অজিত পাণ্ডে	অজিত পাণ্ডে	অজিত পাণ্ডে
কানাই	তৃপ্তি দাশ	তৃপ্তি দাশ	তৃপ্তি দাশ
কোটওয়ালা	কাশী মুখার্জ্জী	কাশী মুখার্জ্জী	শান্তি কর
গেঞ্জিওয়ালা	সুনীল বসু	গোপাল ঘোষ	শান্তি ব্যানার্জ্জী
খেলনাওয়ালা	রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জী	রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জী	অশোক সরকার
লিলি	শীলা পাল	শিখা রায়	দীপা হালদার
কান্তা	দীপা হালদার	দীপা হালদার	সুচন্দ্রা মুখার্জ্জী
ঘূর্ণী	ছবি ব্যানার্জ্জী	হাসি দে	শেফালী গাঙ্গুলী
বকুল	মীনা বসু	মীনা বসু	মীনা বসু

বিভিন্নাংশে :—ব্রজেন বসু, কল্যান বসু, প্রণব বসু, বিশ্বনাথ মণ্ডল।

—নেপথ্য সংগঠনে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন—

—যন্ত্র সঙ্গীত—

মহুয়া অর্কেষ্ট্রা

—আলোক নির্দ্দেশক—

কাশী মুখার্জ্জী, নীহার ব্যানার্জ্জী

—স্মারক—

জগদীশ বসু

—দৃশ্য পরিকল্পনা—

তুহিন ব্যানার্জ্জী
রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জী

—সুরারোপ—

অরুণ দাশ
অজিত পাণ্ডে

—ব্যবস্থাপনা—

দেবল মুখার্জ্জী, বিনয় সরকার
শৈলেন দে, মীনা বসু
ও
রঙ্‌মহল কর্ত্তৃপক্ষ্‌ এবং কর্ম্মীবৃন্দ।

অনিলবরণ দত্তের অন্যান্য নাটক ঃ

বন্যা—২৲

স্বীকৃতি—২৲

ভয়াবহ—১'৫০ নঃ পঃ

(যন্ত্রস্থ)

স্থান-কোথায় ?—২৲

মুখ-প্যাক এন্‌টারপ্রাইজ—২'৫০ নঃ পঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

একটি সুসজ্জিত বারান্দা। দুপাশে দুটি ঘরের দরজা—মাঝখানে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। পিছনে রেলিং। রেলিং-এর পিছনে ফুলের বাগান দেখা যাচ্ছে। রেলিং-এর ওপারে দু'একটি ফুলের টব। লিলি সেই টবের একটি গোলাপকে আদর করছে। একপাশে টেবিলে রাখা রেডিওতে গান হচ্ছে।

নিরাশায় ভরা এই ধরনীতে
কেন মিছে এত খেলা,
আশা ভেঙ্গে যায় তবু কেন হায়
আশা লয়ে ভাসে ভেলা।
ঝড় আসে জানি
মেঘলা প্রহর ক্ষণে
নিভে যায় দীপ
জানে সে কথা মনে মনে।
জানে না সে মনে আসার পিছনে
মিছে আলেয়ার খেলা॥

[গান শেষে রেডিওতে ঘোষকের ঘোষণা শোনা গেল—"এবার আমাদের নাট্যানুষ্ঠান সুরু হচ্ছে। আজকের নাটক"—লিলি রেডিও বন্ধ করে দিলো]

[নন্দ এলো]

নন্দ। দিদিমণি! চায়ের জল ফুটে গেছেন।

লিলি। কতদুর গেলেন?

নন্দ। আজ্ঞে বেশীদূর যাতি পারেন নি। আমি তো উহুনির পাড়েই বইসে ছিলাম। ঘোড়া ছুটোনোর মত টক্‌বক্ টক্‌বক্ আওয়াজই করতিছেন কিন্তু যাতি আর পারতিছেন না।

লিলি। তা ওনাকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, নামিয়ে রাখুন।

নন্দ। নাবায়ে রাখবো? তাহলি যে উনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবেনেন।

লিলি। যা বলছি তাই কর্। রাগাস্নে বলছি।

নন্দ। দেখোদিনি—আপনি খালি খালি রেইগে যাচ্ছেন, রাগের কথা আমি কি কিছু কইছি।

লিলি। নন্দ!

নন্দ। এই দেখেন দিনি—আপনি চোখ দিয়ে আগুন ছুটোচ্ছেন। এ্যাঁ! এ সময় আবার বাবু কনে গ্যালেন? এখন আমারে মেইরে ফ্যালালি ঠেকাবেনে কিডা? না বাবা আমি আর কিছু কবোনানে। যাই জল নাবায়ে রাখিগে।

[ব্যস্তভাবে নন্দ চলে গেল]

[লিলি আবার টবের গোলাপকে আদর করতে লাগলো। ব্যস্তভাবে ব্রজেন রায় এলেন]

ব্রজেন। লিলি! আমার মা-মণি! [অপর দরজা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন]

লিলি। আমায় ডাকছ বাবামণি?

ব্রজেন। এই দেখো তুমি এখানে? অথচ আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কি রকম বিশ্রী ভুল যে আজকাল আমার হচ্ছে।

[সোফায় বসলেন]

লিলি। আমাকে কেন খুঁজছিলে বাবামণি?

ব্রজেন। তোমাকে আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু কেন খুঁজছিলাম? Oh! Yes. হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটি ছেলেকে আজ আমি আসতে বলেছি। ছেলেটি খুব গরীব—অবশ্য গ্রাজুয়েট। দেখতে শুনতেও চমৎকার।

লিলি। তা না হয় হ'লো। কিন্তু কেন আসতে বলেছ তাতো বললে না ?

ব্রজেন। ও হ্যাঁ। ছেলেটী চাক্‌রী বাক্‌রী একটা কিছু খুঁজছে। আমি তাকে একটা proposal দিয়েছি—সে তা acceptও করেছে। [হেসে] আগেই বলেছি ছেলেটা ভাল।

লিলি। কিন্তু তোমার proposal টা ?

ব্রজেন। সেটাও ভাল। আমি তাকে বলেছি—যতদিন তার চাক্‌রী না হয় ততদিন সে এখানেই থাকবে, আর তোমার পড়াশুনার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে।

লিলি। সে কি ? তুমি তাকে এই কথা বলেছ ?

ব্রজেন। কেন মা—আমি কি কিছু অন্যায় করে ফেলেছি ?

লিলি। এখানে যদি আরামে থাকতে পান, খেতে পান, তাহলে আর তিনি চাক্‌রী খুঁজতে যাবেন কোন্ দুঃখে ? সারাজীবন চেষ্টা করেও মনের মত চাক্‌রী আর খুঁজে পাবেন না।

ব্রজেন। No No No ছেলেটিকে না দেখেই তার সম্বন্ধে এ ধরনের মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

লিলি। কিন্তু ভাল ভাবে না জেনে কাউকে বাড়ীতে স্থান দেওয়াও উচিত নয় বাবামণি।

ব্রজেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ও—তুমি বোধহয় ছেলেটির কথা বলছো ?

লিলি। হ্যাঁ।

ব্রজেন। Yes, ভালকরে জানতে হবে বৈকি! জানা নেই, শোনা নেই, হুট্ করে একজনকে তো বাড়ীতে স্থান দেওয়া যায় না! Right জানতে হবে—নিশ্চয়ই জানতে হবে। [যেতে যেতে] ও হো হো হো—দেখদিখি কি রকম বিশ্রী একটা ভুল করে ফেলেছি।

লিলি। কি ভুল বাবামণি ?

ব্রজেন। ছেলেটির সমন্ধে আমি তো সব কিছু জেনেই এসেছি অথচ তোমাকে কিছুই জানাই নি।

লিলি। [মৃদু হেসে] আমি না জানলেও চলবে।

ব্রজেন। No No. তোমাকে জানতে হবে বৈকি মা! আজ রমেন উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। আর তোমার রমেন কাকামণিকে তো জানো—অমন সদাশয় উকিল প্রায় দেখাই যায় না। হ্যাঁ যা বলছিলাম—ঐ রমেনের অফিসে ছেলেটিকে ম্লানমুখে বসে থাকতে দেখে আমার কেমন মায়া হ'লো, কৌতূহলও হ'লো। রমেনের কাছে শুনলাম—ছেলেটি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তোয়ালে বিক্রি করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। পাঁচ টাকা জরিমানাও হয়। কিন্তু তারপর? তার পর যেন কি হ'লো? হ্যাঁ, রমেন ছেলেটির হয়ে জরিমানার টাকা জমা দিয়ে ওকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে। কিন্তু কেন নিয়ে আসে?

লিলি। কেন বাবামণি?

ব্রজেন। রমেনের নাকি মনে হয়েছিল সে ছেলেটিকে চেনে। বহুদিন ধরে তাকে দেখেছে—বহুদিনের চেনা। হ্যাঁ, আমি—আমারও ভুল হয়েছিল। প্রথমে দেখে আমারও মনে হয়েছিল ওকে আমি চিনি। ওকে দেখেছি তোমার মায়ের কোলে হাততালি দিয়ে খেলতে—ঐ মাঠে ছুটোছুটি করতে—আর আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। [হঠাৎ ছেলের ফটোর দিকে নজর পড়তেই] Oh my boy! you are here!

লিলি। বাবা!

ব্রজেন। No No সে নয়। এতো নবারুণ। কিন্তু Strange! অবিকল নবারুণের মত। পার্থক্য শুধু—এর মুখে রয়েছে অনাবিল হাসি আর তার মুখ অবসাদ-ক্লিষ্ট, ক্লান্ত—হয়তো অপমানে নয়তো অনাহারে।

লিলি। তুমি তাকে আসতে বলেছ? কখন আসবেন তিনি?

ব্রজেন। আসতে না বলে তো পারিনি মা। আমার সঙ্গেই তাকে আসতে বললাম। কিন্তু সে এলোনা।

লিলি। এলোনা? কেন?

ব্রজেন। কেন এলোনা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সে যেন বললো তার জিনিষপত্র নিয়ে সে আসবে—আজই আসবে। কিন্তু এখনও এলোনা কেন?

[নন্দ এলো]

নন্দ। দিদিমণি! বাবুতো এইসে গিয়েছেন—উনোনে চাপায়ে দেবো?

ব্রজেন। নন্দ যেন আমাকে কিছু বলছে মামণি?

লিলি। না বাবা তোমাকে নয়। আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছে চায়ের জল চাপাবে কিনা?

ব্রজেন। Right you are. যাও—চা নিয়ে এসো। আমি এখন এক কাপ চায়ের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি।

নন্দ। আমি তো জল চাপায়েই রাখিছিলাম—এতক্ষণ চা আপনার সামনে হাজির কইরে দিতি পারতাম, দিদিমণিই গোলযোগ বাধায়ে দেলেন জল নাবায়ে রাখতি কইয়ে।

লিলি। আবার বকর বকর করে? যা শীগ্‌গির চা নিয়ে আয়।

নন্দ। এই গ্যালাম বলে। [বাইরে কলিংবেলের আওয়াজ হলো।] ঐ গ্যাখো—বাইরে আবার কিডা ঘণ্টা বাজাচ্ছেন।

[বাইরে গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই ফিরে এলো]

বাবু! আপনারে একজন লোক ডাকতিছেন।

ব্রজেন। নিয়ে আয়—বাবুকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়। এসেছে—এসেছে সে এসেছে। আমি বলেছিলাম না আসবেই—সে আসবেই। মামণি দেখতো কিছু খাবার—

[নন্দ বেরিয়ে গেল]

লিলি। আমি আনছি বাবামণি। [লিলি ভিতরে গেল]

[প্রশান্ত ঢুকলো]

ব্রজেন। এসো-এসো—না-না আসুন-আসুন! মাঝে মাঝে এমন ভুল করে ফেলি—

প্রশান্ত। ভুলটা কিন্তু প্রথমে করেন নি—ভুল করলেন পরে।

ব্রজেন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। বসো বাবা বসো। লিলি—মা-মণি!

[লিলি এলো]

লিলি। ডাকছো বাবামণি?

ব্রজেন। হ্যাঁ এসো। এই আমার মেয়ে লিলি এবার কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। আর এই সেই ছেলেটি যার কথা তোমাকে একটু আগে বলছিলাম। হ্যাঁ কি নাম যেন তোমার?

[লিলি আর প্রশান্ত প্রতি নমস্কার করলো]

প্রশান্ত। প্রশান্ত বসু।

ব্রজেন। বাঃ বেশ নাম। [আপন মনে] নবারুণ হ'লো প্রশান্ত। নবারুণ—প্রশান্ত—

[বলতে বলতে উপরে উঠছিলেন। নন্দ চা আর খাবার নিয়ে এলো]

লিলি। বাবামণি চা খেয়ে যাও!

ব্রজেন। হ্যাঁ হ্যাঁ এককাপ চা এর আমার বিশেষ প্রয়োজন। তোমরাও বসো—এক সঙ্গেই চা খাওয়া যাক্।

[সবাই চা খেতে সুরু করলো]

ব্রজেন। [হাসতে হাসতে] বুঝলে বাবা এখানে একেবারে নিজের বাড়ীর মত থাকবে। যখন যা দরকার চেয়ে চিন্তে নেবে। বুঝলে বাবা লজ্জা করবে না—একেবারে লজ্জা করবে না।

লিলি। আমি কিন্তু আপনাকে মাষ্টার মশাই বলেই ডাকবো।

প্রশান্ত। বেশ তো।

ব্রজেন। না না—ওটা যেন কি রকম বুড়ো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি মামণি ওকে দাদা বলে ডাকতে পারবে না? [হঠাৎ নবারুণের ফটোটা নজরে পড়তেই] Why are you laughing my boy? আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি? No, certainly not. Then why are you laughing? [ভগ্নস্বরে] না না না—তুমি কি করে উত্তর দেবে? তুমি তো এখন একটা ছবি মাত্র। ছবি কি কখনও কথা বলতে পারে? না পারেনা—পারেনা।

[টলতে টলতে ভিতরে গেলেন। লিলি তাঁর অনুসরণ করলো। প্রশান্ত উঠে ছবিটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ছবিটি দেখতে লাগলো। লিলি ধীরে ধীরে এসে তার পিছনে দাঁড়ালো]

লিলি। প্রশান্তদা! [প্রশান্তর চমক্ ভাঙ্গলো। সে ঘুরে দাঁড়ালো]

প্রশান্ত। এঁ্যা!

লিলি। কি দেখছেন?

প্রশান্ত। অবাক হয়ে দেখছি এই ছবিটা।

লিলি। ওটা আমার দাদার ছবি।

প্রশান্ত। আপনার দাদার ছবি? আশ্চর্য্য! আমার ছোটবেলায় তোলা ছবির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট। হঁ্যা ভালকথা, আপনার বাবা হঠাৎ—

লিলি। ও কিছু নয়। মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আবার একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। দাদা মারা যাবার পর থেকেই—[হঠাৎ আত্মসম্বরণ করে] আপনি বসুন প্রশান্তদা!

প্রশান্ত। বসছি। ব্যস্ত হবেন না লিলিদেবী।

লিলি। লিলি দেবী নয়—আমি লিলি। আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন। আর "আপনিটা" ছাড়বেন—বুঝলেন? [কিছুক্ষণ পরে] আচ্ছা প্রশান্তদা আপনার বাড়ী কোথায়?

প্রশান্ত। নদীয়া জেলায়—বিশ্বনাথপুর।

লিলি। বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন?—অবশ্য যদি কোন আপত্তি না থাকে।

প্রশান্ত। না না—সে কি? বাড়ীতে রয়েছেন মা, বাবা, দূর সম্পর্কের এক বিধবা বোন আর তার তিনটি ছেলেমেয়ে।

লিলি। এঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব?

প্রশান্ত। বাবার উপরেই। গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে যা পান তা'দিয়েই কোন ক্রমে দিন কাটে। তাইতো বাবাকে একটু Relief দেবার আশায়—

লিলি। আপনি বসুন প্রশান্তদা—আমি আপনার ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে এক্ষুনি আসছি। [যেতে যেতে ফিরলো] হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে বলবো যদি কিছু মনে না করেন—

প্রশান্ত। বলুন!

লিলি। বাবাকে দেখে আপনি কতখানি কি বুঝেছেন জানি না। তবুও আমার একটা অনুরোধ—[ইতস্তত: করতে লাগলো]

প্রশান্ত। কি লিলি দেবী?

লিলি। মাকে বাবা ভুলেছেন। কিন্তু দাদাকে তিনি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। আপনাকে দেখতে অনেকটা দাদার মতো। আপনি যদি ওঁকে বাবা ব'লে ডাকেন—·

[দ্রুত চলে গেল]

প্রশান্ত। লিলি দেবী—লিলি—আমি কথা দিচ্ছি—

[বিপরীত দিক হতে সুরেন এলো]

সুরেন। কাকে কি দিচ্ছেন মশাই? [প্রশান্ত ঘুরে দাঁড়ালো] আপনি এখানে? I mean এই ভেতরের ঘরে?

প্রশান্ত। মিঃ রায় আমাকে এখানে এনেছেন।

সুরেন। ওঃ তাই বলুন যে আপনি মিঃ রায়ের মক্কেল?

প্রশান্ত। মক্কেল নই—মাষ্টার।

সুরেন। মাষ্টার! কার?

প্রশান্ত। লিলিদেবীর।

সুরেন। [গম্ভীর হয়ে] লিলি দেবীর মাষ্টার? ও তা বেরুচ্ছেন কবে?

প্রশান্ত। ঠিক বুঝলাম না।

সুরেন। বলছি যে জামাই হয়ে বেরুচ্ছেন কবে?

প্রশান্ত। জামাই হয়ে!

সুরেন। হ্যাঁ। বর্তমান যুগের এটাই হ'লো most চালু style মাষ্টার হয়ে বাড়ীতে ঢোক আর জামাই হয়ে বাইরে এসো। তাই বলছিলাম আপনি বেরুচ্ছেন কবে?

প্রশান্ত। ও সব style আমার জানা নেই।

সুরেন। ভালো। ওদিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই। কারন এ বাড়ীর জামাই হবার একটা চান্স্ আমারও রয়েছে।

[ব্যস্তভাবে নন্দ এলো]

নন্দ। আপনারে দিদিমণি ডাকত্তিছেন।

[সুরেন প্রশান্তর দিকে কটাক্ষ হেনে ভিতরে যাচ্ছিলো। নন্দ বাধা দিলো]

আপনারে না। আপনারে তো আমি চিনি। দিদিমণি বললেন নতুন দাদাবাবুরে ভিতরে ডাইকে নিআয়। আসেন দাদাবাবু—দাঁড়ায়ে রইয়েছেন ক্যানে? ও এই আপনার জিনিষ পত্তর? আপনি হাটেন—আমি সব গুছুইয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

[প্রশান্ত ধীর পায়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো। নন্দ তার অনুসরণ করলো]

সুরেন। নন্দ! মিস্‌কে আমার উপস্থিতির কথাটা জানিয়ে দিস্‌তো বাবা।

নন্দ। আচ্ছা দিবানে। তবে কোন ফল হবেনেন বইলে তো আমার মনে নেচ্ছেন না। ভিতরে তিনার অনেক কাজ পইড়ে রইয়েছেন।

সুরেন। [হতাশ ভাবে] বাবা নন্দ!

নন্দ। আহাহা—আপনি অমন চুপ্‌সয়ে যাতিছেন ক্যানে? বলতিছিতো খবর পৈঁছে দিবানে। আপনি বইসে পড়েন।

সুরেন। এসব ব্যাপার দেখে আমি তো বসেই পড়েছি নন্দ।

নন্দ। তাই পড়েন। দাঁড়াইয়ে দাঁড়াইয়ে আয়ুক্ষয় কইরে লাভ কি? বইসে পড়েন।

[নন্দ চলে গেল। সুরেন একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারী ক'রতে লাগলো। মাঝে মাঝে লিলির আগমন প্রতীক্ষায় দরজার দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগলো। গম্ভীর ভাবে লিলি এসে দাঁড়ালো]

লিলি। সুরেনবাবুর কি কোন নতুন খবর আছে?—না সেই একঘেয়ে পুরোনো কথাই কষ্ট করে বয়ে এনেছেন?

সুরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ নতুন খবর আছে বইকি লিলি?—মানে লিলিদেবী। উনি আবার কে এলেন? [লিলির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই] না না কেউনা—ইয়ে।

লিলি। কিয়ে?

সুরেন। তোমাকে দেখলে আমি এরকম ঘাব্‌ড়ে যাই কেন বলতো?

লিলি। ডাক্তারের কাছে যান।

সুরেন। না না ডাক্তার নয়। আমি বেশ সুস্থ্যই আছি। তবে কি জান? তোমাকে বলবো বলে অনেক কথা মনে করে এসেছিলাম—

লিলি। মনে যখন নেই তখন আর বলেও দরকার নেই।

সুরেন। মানে খুব প্রাইভেট কথা।

লিলি। শোনবার সময় হবে না। [চলে যাচ্ছিলো]

সুরেন। [ব্যস্তভাবে] তাহলে চলো আমরা ঐ সামনের ফুল বাগানটায় একটু হাওয়া খেয়ে আসি। [ভাবে গদগদ হয়ে] কেউ থাকবে না—শুধু তুমি আর আমি। [চোখ বুজে] দু'পাশে থাকবে দু'টি গোলাপ গাছ। ওরে বাবা! না না গোলাপ গাছে যে সাংঘাতিক কাঁটা।

তারচেয়ে দু'পাশে থাকবে দু'টি রজনীগন্ধার ঝাড়। আমরা দু'টিতে বসবো তারি মাঝখানে। [বিরক্ত হয়ে লিলি চলে গেল। সুরেনের সেদিকে খেয়াল নেই] দম্‌কা হাওয়ায় তোমার আঁচল জড়িয়ে যাবে আমার গায়ে। গাছে গাছে ডেকে উঠবে কোকিল—আকাশে উঠবে চাঁদ—

[এককাপ চা হাতে নন্দ এলো]

নন্দ। চাঁদ উঠ্‌তি এহনো অনেক দেরী বাবু—চাটুকু খাইয়ে নেন।

[সুরেন হতভম্বের মত নন্দর দিকে তাকাল, নন্দর মুখে মৃদু হাসি]

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজপথ। ফুটপাথে নানারূপ দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ফেরিওয়ালারা বিভিন্ন স্বরে হাঁকছে। পথিকরা পথ চলছে। কেউ কেউ ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে জিনিষপত্র কিনছে—কেউবা দেখছে।]

১নং ফেরি। লেলে বাবু ছে-ছে আনে। যা লেবে তাই ছে-ছে আনে। তুলো বাছো ছে-ছে আনে। দেখো বাজাও ছে ছে আনে। জার্ম্মাণীওয়ালে ছে-ছে আনে—জাপাণীওয়ালে ছে-ছে আনে—বিলাইতীওয়ালে ছে-ছে আনে। তুলো বাছো ছে-ছে আনে। আগড়ুম বাগড়ুম ছে-ছে আনে। হরেক মাল্‌ ছে-ছে আনে।

২নং ফেরি। আসুন নিয়ে যান বাবু নিয়ে যান। এমন জিনিষ আর পাবেন না। গায়ে দিয়ে দেখুন—টেনে দেখুন—ছিঁড়ে দেখুন। এমন মজবুত গেঞ্জি আর পাবেন না। জগৎ বিখ্যাত কালিঘাটের মহাশঙ্কর মার্কা

গেঞ্জি। আসুন দাদা আসুন। বিলিয়ে দিচ্ছি—একেবারে জলের দামে বিলিয়ে দিচ্ছি। বত্রিশ চৌত্রিশ ছত্রিশ মাত্র সাড়ে চৌদ্দ আনা।

৩নং ফেরি। কোট লন বাবু গরম কোট—ইংলিশ সার্জের কোট। জলের দামে বিকাইত্যাছে।

[প্রশান্ত আসে। তাকে দেখে]

এই দাদা কৈ যান? ছাড়া পাইলেন কবে?

প্রশান্ত। এই একটা কাজে যাচ্ছি। ছাড়া তার পরদিনই পেয়েছি।

৩নং ফেরি। আপনের তোয়াইল্যাগুলা কৈ ফ্যালাইলেন?

প্রশান্ত। মহাজনকে ফেরত দিয়েছি। আর ভাই এসব কাজ করবো না।

৩নং ফেরি। এই আকামের কাম না হয় নাই করলেন, কিন্তু প্যাট চালাইবেন ক্যাম্‌নে?

প্রশান্ত। সে ভাই আপাততঃ একটা অন্য ব্যবস্থা হয়েছে।

৩নং ফেরি। ও ব্যবস্থা হইয়া গ্যাছে? তাইলে তো ভালই। আমাগো যে মরণ কবে হইবো?

প্রশান্ত। দুঃখ করে লাভ কি ভাই? দুঃখ যত করবে মন ততই ভেঙ্গে যাবে। কাজ করবার শক্তিও কমে আসবে। হয়তো এই দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার জন্যেই আমাদের জন্ম।

৩নং ফেরি। এই পোড়াকপাল লইয়া ক্যান্ যে জন্ম লইছিলাম কইতে পারিনা। চাক্‌রী বাক্‌রী তো হইবোই না। চুরি করত্যাছি না, ডাকাতি করত্যাছি না, এইখানে এই রাস্তার একধারে খাড়াইয়া যে একটু স্বাধীন ব্যবসা করুম—তাও হালার পো হালারা দিবো না—কন্‌তো দুঃখ লাগে না? সাধ কইর‍্যা কি গালাগালি দিতে ইচ্ছা করে?

প্রশান্ত। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে] আমাদের স্তরের মানুষের ঐ একই সমস্যা ভাই। আইনে কি আছে জানিনা—আর যাঁরা ঐ আইনের স্রষ্টা তাঁরা আমাদের মত মানুষের কথা চিন্তা করবার সময় পান বলেও

আমার মনে হয় না। এই ভূতের রাজত্বে সবই অদ্ভুত। আচ্ছা ভাই চলি।

[প্রশান্ত চলে যায়]

৩ নং ফেরি। মাঝে মাঝে আইয়েন কইলাম। কোট লন বাবু গরম কোট— ইংলিশ সার্জের কোট—একেবারে জলের দামে বিকাইত্যাছে।

[সুরেন আসে]

আহেন বাবু! এউকগ্যা কোট দেই। আপনে পইর‍্যা আরাম পাইবেন—আর আমারও মনে একটু আনন্দ হইবো।

সুরেন। [কোটগুলো ভাল করে দেখে] দেখি ঐ কোটটা?

৩ নং ফেরি। গ্যাখেন বাবু—পইর‍্যা গ্যাখেন। [সুরেনের গায়ে কোটটা পরিয়ে দিয়ে] বাঃ বেশ ফিট ক'রছে—য্যান্ আপনের মাপ লইয়াই ব্যাটারা তৈয়ারী করছিল।

সুরেন। দেখি ভেতরের লাইনিংটা—

৩ নং ফেরি। হ' গ্যাখবেনইতো—একশোবার গ্যাখবেন। তবে হ' কইয়া রাখি—কোন খুঁইত বাইর করতে পারবেন না।

সুরেন। [ভালকরে দেখে] না, ভালই আছে। দাম কত?

৩ নং ফেরি। দাম? হেঃ হেঃ হেঃ—একশো আঠার টাকা।

সুরেন। একশো আঠার টাকা!

৩ নং ফেরি। ঘাব্‌ড়াইয়েন না বাবু। এই কোট যখন নূতন তৈয়ারী হইছিল তখন ঐ দামই আছিল, অখন—

সুরেন। এখন?

৩ নং ফেরি। থাড় হেণ্ড, ফোর হেণ্ড হইয়া গ্যাছে গা—তাই দামও কনচেসন্ কইর‍্যা লইছি। মাত্র আঠার টাকা।

সুরেন। উরে বাবা!

৩ নং ফেরি। বাবা কওনের কিছু নাই—আমি আপনের ভাইয়ের মতো।

ঠিক কত দিতে পারবেন কন বাবু? আপনের হাতেই বৌনীটা কইর‍্যা ফ্যালাই।

সুরেন। আট টাকায় হবে?

৩ নং ফেরি। আস্তে কইয়েন বাবু—লোক শুনলে মন্দ কইবে। ইংলিশ সার্জের কোটের দাম আট টাকা! আপনে আমারে হাসাইলেন।

সুরেন। তবে থাক্। [যেতে চায়]

৩ নং ফেরি। যাইয়েন না দাদা যাইয়েন না—শুইন্যা যান। আইচ্ছা যান—আপনের কথাও থাক্—আমার কথাও থাক্। ছান—বারোগা টাকা ছান।

সুরেন। না ঐ আট টাকাই দেবো—হয়তো দিয়ে দাও।

৩ নং ফেরি। দিমুনা ক্যান্? দিবার লেইগ্যাইতো বইয়া আছি। যাউক গিয়া—আর এউগ্যা টাকা ধইর‍্যা দিয়েন।

সুরেন। না, আর এক পয়সাও দেবো না। [চলতে সুরু করে]

৩ নং ফেরি। যাইয়েন না বাবু—যাইয়েন না। ছান ঐ আট টাকাই ছান। খরিদ্দার লক্ষ্মী—আপনের হাতেই বৌনীটা কইর‍্যা ফ্যালাই।

[ফেরিওয়ালা সুরেনের গায়ে কোট পরিয়ে দিলো। সুরেন টাকা দিয়ে রাস্তার অন্যদিকে গেল। নেপথ্যে চিৎকার শোনা গেল—'হল্লা আ-গিয়া'। ফেরিওয়ালারা এদিক ওদিক চেয়ে যে যার জিনিষপত্র নিয়ে গা ঢাকা দিলো। একজন অন্ধ ভিক্ষুক একটি ছেলের হাত ধরে গান গাইতে গাইতে এসে উপস্থিত হলো]

দিকে দিকে নাকি
জ্বলিছে জোনাকী
জ্বলিছে দীপ সভ্যতার
আঁধার নেবেছে
আমার সমুখে
পৃথিবীরে দেখি অন্ধকার।

না জানি কোন্ পাপে
কোন্ সে অভিশাপে
পেয়েছি শাস্তি বিধাতার
কাহারে বোঝাব
কাহারে শোনাব
মোর হৃদয়ের হাহাকার।

[রেসের বই পড়তে পড়তে আবার সুরেন এসে হাজির হয়]

বালক। [সুরেনকে] বাবু—একটি পয়সা দিন।

অন্ধ। বাবু আমি অন্ধ। একটি পয়সা সাহায্য করুন বাবু। আপনাদের দশজনের দয়ায় বেঁচে আছি বাবু।

সুরেন। যা যা—অন্যদিকে পথ ছ্যাখ। এই ভিখিরীগুলোর জ্বালায় রাস্তা চলাই দায় হয়েছে।

[বিপরীত দিক হ'তে প্রশান্ত আসে]

বালক। [সুরেনের পা ধরে] দেন বাবু একটি পয়সা।

[সুরেন লাথি মেরে ছেলেটিকে ফেলে দিলো। পরে পকেট থেকে সিগারেট বার করে নির্ব্বিকার চিত্তে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। ছেলেটি চোখ মুছতে মুছতে উঠে অন্ধের হাত ধরলো]

অন্ধ। কিছু পেলি বাবা?

বালক। [কান্না মেশান সুরে] হ্যাঁ বাবা পেয়েছি—চলো।

অন্ধ। বেঁচে থাকো বাবা—রাজা হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

প্রশান্ত। [অন্ধকে লক্ষ্য করে] শোন।

সুরেন। এই যে মাষ্টার—

প্রশান্ত। [অন্ধের হাতে একটি পয়সা দিয়ে] একজনের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছ বলে সমস্ত মানুষকেই মনুষ্যত্বহীন বলে মনে কোরনা ভাই।

অন্ধ। কে তুমি জানিনা বাবা—কেমন তোমার রূপ তাও দেখবার উপায় আমার নেই। তুমি যেই হও বাবা—তুমি রাজা হও, তুমি সুখী হও।

[অন্ধ আর ছেলেটি গান গাইতে গাইতে চলে গেল]

প্রশান্ত। সুরেন বাবু! আপনি ওকে লাথি মারলেন কেন?

সুরেন। আর ভাই বোলনা। এইমাত্র চারটে পয়সা দিয়ে জুতোটা পালিশ ক'রলাম—আর দেখেছ বেটাচ্ছেলে দিয়েছে কি রকম নোংরা করে?

প্রশান্ত। জুতো লোকে পায়ে দেয় নোংরার হাত থেকে পাকে বাঁচাবার জন্যে—জুতোকে নয়। একটা পয়সা ওকে ফেলে দিলে কি আর. এমন ক্ষতি হোত?

সুরেন। পয়সা অতো সস্তা নয়।

প্রশান্ত। পয়সা যে সস্তা নয় তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। কিন্তু যাঁর মুখে নামী এবং দামী সিগারেট শোভা পাচ্ছে—তাঁর মুখে একথা বেমানান।

সুরেন। তুমি কি মনে কর আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধু ভিখিরীদের পয়সা দিয়ে বেড়াব?

প্রশান্ত। না, তা বলছি না।

সুরেন। দ্যাখো, ভগবান যাকে বিচার করে শাস্তি দিচ্ছেন—তাকে সাহায্য করে আমি ভগবানের অপ্রীতিভাজন হতে পারি না।

প্রশান্ত। নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে আপনি অনেক উঁচু স্তরে উঠে গেলেন সুরেনবাবু। বেশ তাহলে বলি। যে ভগবান বিচার করে শাস্তি দিচ্ছেন—সেই ভগবানই আবার মানুষকে দিয়েছেন—দয়া, মায়া, স্নেহ, ক্ষমা। আমরা শিখেছি—আর্ত্তের সেবা আমাদের কর্ত্তব্য।

সুরেন। যাক্‌গে ওসব বাজে কথা। তারপর কেমন আছো? আজকাল কি করছো?

প্রশান্ত। কি আর করবো? চাকৃরীই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সুরেন। পেলে?

প্রশান্ত। না।

সুরেন। পাবে না তা জানি। চাকৃরীর বাজার বড় টাইট্‌। তবে এক কাজ করতে পার। তুমি আমার বন্ধু বলেই বলছি।

প্রশান্ত। কি বলুন তো? জানাশোনার মধ্যে আছে নাকি কোন চাক্‌রী?

সুরেন। আছে। মানে আজকের সব দৈনিক পত্রিকার কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের মধ্যেই দেখতে পাবে যে International Industries Ltd. এর জন্যে কয়েকজন Representative দরকার। বেতন একশো পঁচিশ টাকা, Allowance পঁচাত্তর টাকা—এই মোট দু'শো টাকা আর কি—

প্রশান্ত। দু'শো টাকা!

সুরেন। হ্যাঁ। ঐ কোম্পানীর Managing Director মিঃ পলের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। আমি অবশ্য চেষ্টা করলে ঐ চাক্‌রীটা তোমাকে করিয়ে দিতে পারি।

প্রশান্ত। দিন না সুরেন বাবু—আমি আজীবন আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো।

সুরেন। না না সে কি কথা? বন্ধু হিসেবে তোমার এটুকু উপকার যদি না ক'রলাম তবে আর বন্ধুত্ব কিসের? চাকৃরী তোমাকে করিয়ে দেবো ঠিকই। তবে কি জানো—ঐ চাকৃরীর জন্যে কোম্পানীর কাছে পাঁচশো টাকা জমা রাখতে হবে। কারণ কোম্পানী দামী দামী মালের sample কোন Security না পেলে কোন্‌ ভরসায় তোমাকে দেবেন বলো?

প্রশান্ত। পাঁচশো টাকা!

সুরেন। হ্যাঁ, মাত্র পাঁচশো টাকা। অবশ্য যেদিন তুমি চাকরী ছেড়ে দেবে, সেইদিনই কোম্পানী with interest তোমাকে ঐ টাকা ফেরত দেবে।

প্রশান্ত। কিন্তু পাঁচশো টাকা আমার পক্ষে—

সুরেন। যোগাড় কর—যতটা পার যোগাড় কর। বুধবার সকাল দশটার মধ্যে টাকা নিয়ে সামনের ঐ "মধুভাণ্ড" রেষ্টুরেণ্টে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। আমি মিঃ পলকে ধরে ঐ দিনই যাতে তুমি Appointment পাও তার ব্যবস্থা করে দেবো। আচ্ছা এখন আসি তাহলে—

[যেতে চায়]

প্রশান্ত। [ব্যগ্র হয়ে] সুরেন বাবু! এতই যখন করলেন তখন আমাকে পাঁচশো টাকা ধার দিন না? আমি চাকরী পেলে প্রতি মাসের মাইনে থেকে কিছু কিছু দিয়ে টাকাটা শোধ করে দেবো।

সুরেন। টাকা? হ্যাঁ, টাকা অবশ্য তোমাকে দিতে পারতাম। কিন্তু ভাই কি বলবো—দু'শো আঠাশ টাকা দিয়ে এই কোটটা করিয়ে এ মাসে একটু টানাটানির মধ্যে পড়েছি। নইলে পাঁচশো টাকা—ও আর এমন কি? আচ্ছা চলি।

[মৃদু হেসে সুরেন চলে যায়। প্রশান্ত হতভম্বের মতো সেই দিকে চেয়ে থাকে]

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রজেন বাবুর বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রইং রুম। সোফায় বসে লিলি গান গাইছে। কোলের উপর একটা পাণ্ডুলিপি খোলা রয়েছে। লীলায়িত ছন্দে কান্তা এলো।

স্বপ্নে আমার হারিয়ে যাওয়া
কার নূপুরের রুমঝুম্
সুরের ছোঁয়ায় জাগিয়ে দিয়ে
ভাঙলো আমার ঘুম।
ঘুমিয়ে থাকা কোন মনের আশা
কাহার ছোঁয়ায় পেলো নতুন ভাষা
ছন্দ নিয়ে ছড়ায় সে যে
ফুল ফাগুনের মরসুম॥
কতই কথা বলার ছিল
বলবো বলো কারে
আমার সুরে যে গান ধরে
খুঁজে বেড়াই তারে।
অনুরাগের রঙ্ লেগেছে মনে
ভ্রমরা বেড়ায় ঘুরে বনে বনে
ঘুম পড়ায়ে নয়নে আঁকে
ঘুমেরি কুমকুম্॥

কান্তা। কিরে যার উদ্দেশ্যে গান গাইছিস তিনি কোথায়—তোর সেই প্রশান্তদা? আজ ক'দিন থেকেই তো এসে এসে ঘুরে যাচ্ছি।

লিলি। হয়তো বাইরে কোথাও গ্যাছেন। তাছাড়া তাঁর দেখা পেতে হলে রীতিমত সাধনা করতে হবে বুঝলি? নে বোস্।

কান্তা। হে দেবী কহ মোরে—কোন্ সে কঠিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করি দেখা তুমি পেয়েছ তাহার?

[দুজনে হেসে উঠলো]

লিলি। না ভাই ও দুটোর কোনটাই করিনি। তবে দেখা তাঁর পেয়েছি সত্যি।

কান্তা। সে সত্যিকে তো আমি অস্বীকার করিনি!

লিলি। জানিস্ কান্তা, প্রশান্তদা না ছোট ছোট গল্প-উপন্যাস চমৎকার লেখেন।

কান্তা। তাই নাকি! সে উপন্যাসের নায়িকা নিশ্চয়ই তুই?

লিলি। ঠাট্টা নয়। ওঁর লেখা উপন্যাস 'জিজ্ঞাসা' আমিতো পড়েছিই—বাবামণিও পড়ে বলেছেন চমৎকার! বাবামণি বলেন—ওর মধ্যে সত্যিকার সাহিত্যিকের প্রতিভা ঘুমিয়ে রয়েছে। একটু সুযোগ পেলেই সে জেগে উঠবে।

কান্তা। আজকের দিনে সুযোগ তো এমনি আসে না ভাই—সুযোগ করে নিতে হয়। তা ওঁর ছোট ছোট গল্পগুলো সাময়িক পত্রিকাগুলোতে দিচ্ছেন না কেন?

লিলি। কেন? —'সাপ্তাহিক অঙ্কুরে' ওঁর লেখা গল্পতো প্রায়ই ছাপা হয়। পড়িস্‌নি?

কান্তা। ও ইনিই কি সেই প্রশান্ত বসু?

লিলি। হ্যাঁ।

কান্তা। এবার কিন্তু লিলি ওঁর সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল ভাই। ওঁর লেখা সত্যিই চমৎকার।

[সুরেন আসে]

সুরেন। হ্যাঁ চমৎকার—সত্যিই চমৎকার। একথা শুধু আপনি নন—যে দেখেছে সেই বলেছে এই দু'শো আঠাশ টাকা দামের কোটটা চমৎকার হয়েছে। [লিলিকে] তোমার—মানে আপনার opinionটা তো জানতে পারলাম না মিসেস্—I mean মিস্?

লিলি। বাইরে অপেক্ষা করুন।

সুরেন। ওয়েটিং লিষ্টেতো বহুদিন থেকেই ঝুলছি মিস্—

লিলি। এর পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবেন।

[কান্তা ও লিলি মুখ টিপে হাসে]

সুরেন। হাউ dangerous! না না—আপনারা হাসবেন না। মেয়েরা হাসলে পুরুষরা 'নারভাস' হয়ে পড়ে—তা জানেন? আপনারা আমাকে 'নারভাস' করে দিচ্ছেন। কি রকম serious offence করছেন ভাবুন তো? আজ যদি আমি সত্যি সত্যি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি?

কান্তা। ক্ষতি কি?

সুরেন। ক্ষতি নেই! বলছেন কি? আমার প্রাইভেট কথাটা যে এখনও মিসেস্‌কে—I mean মিস্‌কে বলা হয়নি।

কান্তা। এতদিনেও যখন বলতে পারেন নি তখন আর আপনি বলতে পারবেনও না।

সুরেন। [উৎসাহের সঙ্গে] পারবো—নিশ্চয়ই পারবো। আজ আমি অনেক সাহস নিয়ে এখানে এসেছি। আজ আমি নিশ্চয়ই ব'লবো। [লিলির চোখে চোখ পড়তেই চুপ্‌সিয়ে যায়] ব'লবো না—বলা হলো না।

কান্তা। কেন কি হোল?

সুরেন। ওর চোখের দিকে তাকালেই আমার মুড্ নষ্ট হয়ে যায়।

কান্তা। Sad!

সুরেন। আপনিই আমার ব্যথা বুঝেছেন। আপনার প্রাণ আছে—আপনার প্রাণের স্পন্দন আছে—ঢেউ আছে—উত্তাল সাগরের ঢেউ। আপনি—আপনি প্রশান্ত মহাসাগর।

লিলি। আর আমি?

সুরেন। [কাঁদ-কাঁদ স্বরে] সাহারা মরুভূমি!

[দ্রুত বাইরে যায়। লিলি আর কান্তা হেসে ওঠে]

কান্তা। কেন মিছিমিছি ওকে নিয়ে খেলছিস্?

লিলি। বয়ে গেছে ওকে নিয়ে খেলতে। ওই চিনে জোঁকের মত লেগে আছে।

কান্তা। যা হয় একটা কিছু পরিষ্কার করে বলে দিলেই তো পারিস্।

লিলি। বহুদিন বহুবার বলেছি—কিন্তু কে কার কথা শোনে। তাই আমিও আর বাধা দিই না। আসুক—ঘুরুক—ঘুরে ঘুরে টায়ার্ড হয়ে আপনিই পালাবে।

কান্তা। ভদ্রলোককে দেখলে মায়া হয়। যাক্‌গে—[সোফার উপরে রাখা পাণ্ডুলিপিটা দেখে] এটা কিরে?

লিলি। প্রশান্তদার রচনাবলী।

কান্তা। আমাকে দিবি? আমি একটু পড়ে দেখবো।

লিলি। না ভাই—প্রশান্তদার অনুমতি না পেলে তো দিতে পারবো না। জানিস্, প্রশান্তদা রোজ তার এই লেখাগুলো একবার করে দেখেন। যখের ধনের মত আগ্‌লে রাখেন। প্রশান্তদা বলেন—'জানো লিলি, সাধনা-বিহীন সাহিত্য আমি করবো না। আমি লিখবো—আমি সাধনা করবো। যতদিন বাঁচবো সাহিত্যের সেবা করবো। তবেই তো আমি হবো সত্যিকারের সাহিত্যসেবী।

কান্তা। বাঃ চমৎকার।

লিলি। কে—প্রশান্তদা?

কান্তা। তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তাঁর কথাগুলো। আচ্ছা আজ চলি ভাই?

লিলি। সেকি! এরি মধ্যে? বোস্ বাবামণির সঙ্গে দেখা করে যা।

[নন্দ এলো]

নন্দ। এই যে দিদিমণি আপনি এখেনে বইসে বইসে গপ্প করছো? আর আমি কত কাজ সাইরে আলাম। পোষ্টাপিসি গ্যালাম—নতুন দাদাবাবুর চিঠিখানা টপ্ কইরে বাস্কে ফ্যালায়ে দিয়ে ছুইটে চইলে গ্যালাম বাজারে। পয়সার অভাব না হলি বাজারে জিনিষির অভাব কি? কিইনে ফ্যালালাম দেড়হাত নম্বা একখান রুইর বাচ্চা।

লিলি। তা মাছ কোথায় রাখলি?

নন্দ। সেজন্যি ভাবতি হবে নানে। তিনারে রান্না ঘরে ঢেইকে রাইখে তবে সেন্ তোমারে এট্টা কথা কতি আলাম।

লিলি। কি কথা?

নন্দ। চাওর বাওরের মুহি অবশ্যি ওকথা শুভা পায় না। তাও তুমারে না কলি হবে নানে। আত্মায় চেয়েছেন—তিনারে তো আর অবজ্ঞা করতি পারতিছিনে?—তাই তুমারে কতি আলাম।

লিলি। কি বলবি স্পষ্ট করে বল্।

নন্দ। ম্যাজাখান আমি খাবো।

লিলি। বেশ তাই হবে। এখন একটু চা খাওয়া দেখি।

নন্দ। চা? তুমি আজ্ঞা করলি আমি আপনারে বিষও খাওয়াতি পারি।

কান্তা। বাঃ বেশ ছেলে—লক্ষ্মী ছেলে।

নন্দ। সবাই কয়। আমার বাবাও ক'তো—মাও মাঝে-মধ্যি ক'তেন। তবে তেনারা তো বেশীদিন টেক্‌লেন না। আচ্ছা আমি যাচ্ছি—আপনাদের জন্যি চা বানায়ে আনছি।

[নন্দ ভিতরে যায়। ব্রজেন বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"My boy! তুমি কোথায়?" একটু পরে উদ্‌ভ্রান্তের মত তিনি আসেন]

ব্রজেন। নেই, এখানেও নেই। কোথায় গেল সে?

লিলি। বাবামণি! তুমি কি প্রশান্তদাকে খুঁজছো?

ব্রজেন। হ্যাঁ। আমি তাকে খুঁজছি—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি। No, No, No. আমি মিথ্যে বলেছি মামণি। আমি তাকে ওপর তলায় খুঁজেছি—পাইনি। তাই এলাম নীচের তলায়। এখানেও খুঁজছি—কিন্তু পাচ্ছি না।

লিলি। হয়তো কোথাও চাক্‌রীর চেষ্টায় গ্যাছেন।

ব্রজেন। কি দরকার তার চাক্‌রীর? কত টাকা চায় সে? আমি দেবো—আমি দেবো টাকা।

লিলি। তুমি দিলেই তো তিনি তা গ্রহন করবেন না বাবা!

ব্রজেন। কেন? কেন সে গ্রহন করবে না?

লিলি। জানি না। ছেঁড়া সার্টটা নিজেই সেলাই করছেন দেখে আমি সেদিন একশোটা টাকা দিয়ে বলেছিলাম—প্রশান্তদা, আপনার জামা-কাপড় যা দরকার কিনে নিন।

ব্রজেন। কিনেছে?

লিলি। না, টাকা তিনি নেন নি।

ব্রজেন। কেন? কেন নেয় নি? এতো দান নয়! এতো তার ন্যায্য পাওনা।

লিলি। সে কথা আমি বলেছিলাম বাবামণি। উত্তরে বললেন—তোমাদের এখানে পরমাত্মীয়ের মতো আছি। টাকা-পয়সার ছোঁয়াচ লাগিয়ে সেই সম্পর্কটাকে আমি নষ্ট করতে পারব না।

ব্রজেন। এই একগুয়েমি আমি পছন্দ করি না। ওকে আমি বারবার বলেছি—নবারুণ! কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিওনা। ওতে সরকারের

কাছে আমার মাথা নীচু হবে, আমি প্রমোশন পাবো না। তবু সে শুনলো না। তবু সে গোপনে যোগ দিলো ঐ সমস্ত দলে। যার ফলে সেদিনের সেই ঘন তুর্য্যোগের রাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডি. এস. পি ব্রজেন রায় করে বসলো এক সীমাহীন ভুল।

লিলি। বাবা!

ব্রজেন। [হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে] কে? ও না-না। জানো মা, সেদিন— সেদিনও অন্তিম মুহূর্ত্তে সে আমাকে একবার বাবা বলে ডেকেছিল।

[কান্তা ব্রজেন বাবুর পদধূলি নিতে গেল]

ব্রজেন। ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তুমি আমাকে। অশুচি কোর না তোমার হাত।

লিলি। বাবামণি! ও কান্তা। আমার কলেজের—

ব্রজেন। How funy! অথচ আমি কি সব আবোল তাবোল বলে যাচ্ছি। তুমি কান্তা?

কান্তা। হঁ্যা জ্যাঠামণি।

ব্রজেন। তোমাকে তো আমি চিনি! কতদিন এসেছ তুমি আমাদের বাড়ী। অথচ আজ আমি তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। তুমি যেন কিছু মনে কোরো না মা।

কান্তা। না-না সেকি?

ব্রজেন। লিলিমা! আমার কান্তা মাকে কিছু খেতে দিলে না?

লিলি। দিচ্ছি বাবামণি। আয় কান্তা! [তু'জনে বাড়ীর ভিতর যায়]

ব্রজেন। হঁ্যা, হাসো—খেলো—গাও—আনন্দ কর। ক'দিনই বা বাঁচবে? আমার নবারুণই বা ক'দিন বাঁচলো। আমি—আমি তাকে—[ধীরে ধীরে নবারুণের ফটোর কাছে এসে] সতের বছর আগে এক ঘন তুর্য্যোগের রাতে আমি তোমাকে নিজের হাতে গুলি করে মেরেছিলাম সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস করো নবারুণ, এই সতের বছর তীব্র অনুশোচনার জ্বালায় আমার হৃদয় জলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবুও কি আমার

প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ? বলো—বলো নবারুণ, একবার তুমি বলো—It is an accident.

[পর্দা ঠেলে সুরেন ঘরে ঢুকছিল। ব্রজেন বাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার চেষ্টা করতেই টিপয়ের ফুলদানি উল্টে গেল]

কে ? Who's there ? Come in—Come in !

[সুরেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে]

ব্রজেন। কে তুমি ?

সুরেন। আমি সুরেন—লিলিদেবী—

ব্রজেন। What ! স্পষ্ট করে বলো ও দুটোর মধ্যে কোন্‌টা তুমি ?

সুরেন। আজ্ঞে আমি নিজে সুরেন, এসেছি লিলিদেবীর কাছে।

ব্রজেন। কেন এসেছ ? বলো কেন এসেছ ? আর এসেছই যদি—Why you are standing behind the screen ? পর্দার অন্তরালে কেন ?

সুরেন। আজ্ঞে একটা প্রাইভেট কথা—

ব্রজেন। Strange ! What shorts of private talk ? Is there any —I mean love affairs ?

সুরেন। [ঘাব্‌ড়ে গিয়ে] Yes, হ্যাঁ স্যার।

ব্রজেন। Nice. আচ্ছা, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা clear understanding কিছু হয়েছে ?

সুরেন। Clear understanding ? দেখুন—আমি আমাকে খুব ভাল করেই বুঝেছি। কিন্তু লিলি দেবীকে ঠিক বুঝতে পারিনি।

ব্রজেন। তোমাদের পরিচয় কত দিনের ?

সুরেন। আজ্ঞে School sportsএ চারশো চল্লিশ মিটার রানে উনি যেদিন first হলেন—সেইদিন থেকে। তা আজ একবছর তো হবেই।

ব্রজেন। এই এক বছরে একদিনের জন্তেও কি তুমি ওর মনের কথা বোঝনি ?

সুরেন। আজ্ঞে না।

ব্রজেন। আর বুঝবেও না। You may go home. [চলে যাচ্ছিলেন]

সুরেন। [পিছন থেকে] Sir—বাবা!

ব্রজেন। কে—কে তুমি? [দু'হাতে সুরেনের কাঁধে ঝাঁকুনী দিতে দিতে] বলো—কে তুমি? আমাকে কেন বাবা বলে ডাকছো? [ভাল করে দেখে] ও হ্যাঁ-হ্যাঁ—মনে পড়েছে। তোমাকে আমি চিনি। তোমাকে আমি দেখেছি সেই রাতে। হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক—আমি ভুল করিনি। সেদিন তুমিই আমাকে সেই গোপন খবর এনে দিয়েছিলে। বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য স্বরূপ তুমি পেয়েছিলে প্রচুর টাকা। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ আমি পেয়েছিলাম প্রমোশন। আর দেশ-প্রেমের প্রদীপ্ত প্রেরণায় একটি ছেলে বুক পেতে গ্রহন করেছিল তার বাপের রিভলবারের একটি বুলেট্। [হঠাৎ চিৎকার করে] Coward—criminal! Get out—I don't like to see your face again. [সুরেন চলে যাচ্ছিলো]

দাঁড়াও! লিলিমার সঙ্গে দেখা করে যাও। তোমাকে যদি কিছু বলবার প্রয়োজন হয়—সেই বলবে।

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

চতুর্থ দৃশ্য

সিনেমা-ডিরেক্টর পরেশ বসুর বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রইং রুম। পরিষ্কার পাজামা সার্ট পরে মহীতোষ ঘরময় পায়চারী করছে। তার বাঁ হাতে এ্যাসট্রে—ডানহাতে একটা জলন্ত বিড়ি। সে মাঝে মাঝে বিড়ি টানছে আর এ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়ছে। ধীরে ধীরে প্রশান্ত এলো।

প্রশান্ত। শুনছেন?

মহীতোষ। কে? [প্রশান্তকে দেখে] ও কি চান?

প্রশান্ত। মানে আমি মিঃ বোসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মহীতোষ। বেশতো বলুন!

প্রশান্ত। আপনিই মিঃ বোস?

মহীতোষ। আপনার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। দেখছেন না আপনার চোখের সাম্‌নে একটা বিরাট প্রতিভা হেঁটে বেড়াচ্ছে?

প্রশান্ত। ও নমস্কার।

মহীতোষ। প্রয়োজন নেই। বলুন—কি বলতে চান?

প্রশান্ত। একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলাম। যদি অনুগ্রহ করে একবার দেখেন—

মহীতোষ। সময় হবে না।

প্রশান্ত। সময় আপনার খুবই কম—সে অবশ্য জানি। তবুও আপনি যদি আমার এই পাণ্ডুলিপিটা একবার দয়া করে দেখতেন? একেবারে সিনেমার উপযোগী করে লেখা। মানে—

মহীতোষ। আচ্ছা—আপনি এই ঘরে ঢোক্‌বার আগে বাইরের পা-পোষে ভাল করে পা দু'টো ঝেড়ে নিয়েছেন?

প্রশান্ত। [আম্‌তা আম্‌তা করে] কৈ না!

মহীতোষ। তা ঢুকবেন কেন? উপকার হবে যে! ঘর নোংরা হবে বলেই না আমি ডান হাতে বিড়ি আর বাঁহাতে এ্যাস্‌ট্রে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?

প্রশান্ত। আমি খুব দুঃখিত।

মহীতোষ। আপনি দুঃখিত হলে আমার কি উপকার হবে বলুন? [কিছুক্ষণ পায়চারী করে] কি নাম দিয়েছেন আপনার 'প্লটের'?

প্রশান্ত। [আগ্রহভরে] 'জিজ্ঞাসা'।

মহীতোষ। 'জিজ্ঞাসা'? বেড়ে Attractive নাম তো!

প্রশান্ত। আজ্ঞে 'প্লটটা' আরো Attractive. মানে প্রথম থেকেই গল্পের একটা Suspense রয়েছে। তাছাড়া নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত—

মহীতোষ। কোন প্রয়োজন নেই। বম্বে টাইপের নাচগান আছে? হিরো হিরোইনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমের অভিব্যক্তি স্বরূপ ঘন-ঘন আলিঙ্গনের Scope আছে? শোকাতুর পিতার বোম্ ফাটা চিৎকার করবার সুযোগ আছে? আছে কি হিরো-হিরোইনের মুহূর্মুহু accident? —যাতে সবাই মারা যাবে শুধু অন্নের জন্যে বেঁচে থাকবে হিরো আর হিরোইন। হ্যাঁ, লাষ্ট সিনে হিরোইনকে ফুল্‌প্যাণ্ট পরিয়ে গান গাওয়ানোর Scope আছে?

[প্রশান্ত একেবারে মিইয়ে গেল। কয়েকবার ঢোক গিলে নিলো]

প্রশান্ত। আজ্ঞে না।

মহীতোষ। চলবে না।

প্রশান্ত। আজ্ঞে একটু Chance—

মহীতোষ। এত অল্পতেই কি Chance পাওয়া যায়? এই যে আমি একটু Chanceএর লোভে আজ তিন বছর ধরে Indoor Secretary'র কাজ করছি—

প্রশান্ত। [আশ্চর্য্য হয়ে] Indoor Secretary!

মহীতোষ। [বিজ্ঞের ভঙ্গিতে] হ্যাঁ। সকালে মুখ ধোবার জল থেকে সুরু করে রাত্রে Bed roomএর আলো নেভান পর্য্যন্ত মিঃ বোসের সব কাজ আমাকে করতে হয়।

প্রশান্ত। বুঝলাম।

মহীতোষ। কি বুঝলেন?

প্রশান্ত। কিছু ঢিলে আছে।

মহীতোষ। কিছুই বোঝেন নি। লাগানই হয়নি—আলাদা পড়ে রয়েছে।

[পরেশবাবু দোতলা থেকে বললেন—'মহীতোষ—মহীতোষ কোথায় গেলে'? মহীতোষ 'আজ্ঞে যাই'—বলে দৌড়ে দোতলায় উঠলো]

প্রশান্ত। যে বাড়ীর চাকরই এই—সে বাড়ীর মনিব না জানি কেমন!

[ড্রেসিং গাউন পরিহিত পরেশ বাবু ধীরে ধীরে দোতলা থেকে নামলেন]

পরেশ। তুমি!

প্রশান্ত। নমস্কার। আমার নাম প্রশান্ত বসু।

পরেশ। কি প্রয়োজন?

প্রশান্ত। আজ্ঞে একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছি। তিন চার জায়গায় গিয়েছিলাম। তাঁরা না পড়েই বিদায় দিয়েছেন। আপনি অন্ততঃ দয়া করে যদি—

পরেশ। সেলুলয়েডের ফিতের বুকে তোমার উপন্যাসকে ধরে রাখতে চাও?

প্রশান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই আশাতেই—

পরেশ। হুঁ!

প্রশান্ত। আমি বড় গরীব—বেকার। কোন চাকুরীও পাচ্ছি না। এদিকে লেখার নেশাটাও ছাড়তে পারছি না। তাই—

পরেশ। আমার কাছে এসেছ যদি সিনেমায় তোমার লেখা প্লট নিয়ে আমার direction এ কোন ফিল্ম্ হয়—কেমন?

প্রশান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ। কি নাম তোমার প্লটের?

প্রশান্ত। 'জিজ্ঞাসা'।

পরেশ। কিন্তু কি জানো—নতুন কারও লেখা নিয়ে ফিল্ম্ করা বড় রিস্কি। বোঝই তো লাখ লাখ খরচ করে একখানা বই তুলতে হয়। সে বই যদি বাজারে মার খায়—তাহলে বেচারা Producer মারা যায়, director এরও field নষ্ট হয়।

প্রশান্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—এই বই যদি আপনার directionএ তোলা হয়, তাহলে হিট্ করবেই।

পরেশ। [হেসে] আজ পর্য্যন্ত যত বই তুলেছি—হিট্ অবশ্য প্রত্যেক খানাই করেছে। তবুও কি জানো—বড্ড Risk নিতে হবে।

প্রশান্ত। [পরেশ বাবুর হাত চেপে ধরে] আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। বেঁচে থাকবার মত অন্ততঃ একটা অবলম্বন আমাকে দিন। নতুন লেখকের রচনা বলে কেউ ছাপতে চায় না। যে দু'একজন ছাপেন—তারাও কিছু দেন না।

পরেশ। নতুন লেখকের রচনা যে কেউ পয়সা দিয়ে নেবে না—সে কথা ঠিক। কিছুদিন বিনি পয়সায় লিখে লিখে যদি নাম করতে পারো—তবেই কিছু আশা করতে পারো।

প্রশান্ত। কিন্তু আমার যে আজই অন্ততঃ পাঁচশো টাকার দরকার। একটা চাকরী পাচ্ছি তারই জন্যে। ঐ টাকাটা—না-না, আমি ধার বা ভিক্ষে চাইছি না। আমি চাইছি এই পাণ্ডুলিপিটার বদলে—

পরেশ। দেখি তোমার পাণ্ডুলিপি!

[প্রশান্ত পাণ্ডুলিপি দিল। পরেশবাবু মহীতোষের নাম ধরে ডাকলেন। 'আজ্ঞে যাই—যাচ্ছি' প্রত্যুত্তর দিয়ে ভিতর থেকে মহীতোষ এলো]

মহীতোষ। আজ্ঞে আমাকে কিছু বলছেন?

পরেশ। দু'কাপ চা আর বিস্কুট দিয়ে যাও। হ্যাঁ, উপরে যে ভদ্রমহিলা বসে আছেন তাঁকেও চা-বিস্কুট দিও।

[প্রশান্তর দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইতে চাইতে মহীতোষ চলে গেল। পরেশ বাবু পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টোতে লাগলেন এবং জায়গায় জায়গায় মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। মাঝে মাঝে তার মুখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠতে লাগলো। মহীতোষ টেবিলের উপর চা বিস্কুট রেখে চলে গেল]

পরেশ। হ্যাঁ নাও—চা খেয়ে নাও।

[প্রশান্ত চা খেতে লাগলো। পরেশবাবু আবার পড়তে লাগলেন]

প্রশান্ত। আপনি যদি স্যার একটু অনুগ্রহ করেন—

পরেশ। হ্যাঁ কি বলছিলে? তোমার কিছু টাকার প্রয়োজন—তাই না?

প্রশান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ। দেখো এখন সব পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য পড়েই বুঝতে পারছি যে তোমার এই লেখার মধ্যে কিছু নেই—একেবারেই কাঁচা হাতের লেখা। একে আবার ঢেলে সাজতে হবে। যাক্, তবুও আমি তোমাকে কিছু দিচ্ছি। এসেছ যখন—তখন আর ফেরাব না। নতুন কাউকে ফেরাতেও আমার মন চায় না। নতুনরাই তো দেশকে দেবে নতুন পথের সন্ধান। হ্যাঁ, টাকা আমি তোমাকে দেবো —কিন্তু এক সর্ত্তে।

প্রশান্ত। সর্ত্ত! আমি আজ সব সর্ত্ত মানতে রাজী। অন্ততঃ একশোটা টাকা আমাকে আজ দিন। টাকার আজ বড় দরকার। তা নইলে আমার চাক্‌রীটা হবে না।

পরেশ। না। পঞ্চাশ টাকার বেশী আমি দিতে পারবো না। যদি রাজী থাক—

প্রশান্ত। দিন—তাই দিন।

[পরেশবাবু ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে লিখলেন। Stamp লাগালেন]

পরেশ। নাও—এই stamp'র ওপর সই করো। [মনিব্যাগ থেকে টাকা বের করে] আর এই নাও টাকা।

[টাকা টেবিলের উপর রাখলেন। প্রশান্ত সই করে কাগজ ফেরেৎ দিতে গেল]

পরেশ। না-না পড়ো। বেশ ভাল করে জোরে জোরে পড়ো—বোঝ। পরে আবার ব'লো না আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। নেহাৎ তোমার যখন টাকার দরকার—

প্রশান্ত। [পড়তে সুরু করলো] আমি শ্রী প্রশান্ত বসু সংসার প্রতিপালন হেতু প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রী পরেশ বসুর নিকট হইতে নগদ এক হাজার এক টাকা বাৎসরিক তিন টাকা হার সুদে ধার লইয়া এই Hand note লিখিয়া দিলাম। একি!

পরেশ। হ্যাঁ, এটা এভাবেই লিখতে হ'লো। বইটা যখন পরিশ্রম করে আমাকেই Edit করতে হবে—তখনতো বইতে তোমার নাম থাকতে পারে না! ভবিষ্যতে যাতে তুমি আজকের কথা কারও কাছে প্রকাশ না কর—তারই এই সামান্য ব্যবস্থা করে রাখলাম। তুমি যেদিন এই বই তোমার বলে দাবী করবে—সেদিন এই ছোট্ট কাগজখানা হাতে নিয়ে আমাকেও আইনের শরণাপন্ন হতে হবে। তাছাড়া তুমি ভেবে ভাখো—তুমিতো আমার কাছে 'নাম' চাওনি—চেয়েছ 'দাম'। এবং তা পেয়েছও। আচ্ছা এবার আসতে পারো—আমি বড় ব্যস্ত।

[সই করা কাগজ আর পাণ্ডুলিপি নিয়ে পরেশবাবু দোতলায় উঠে গেলেন। প্রশান্ত টেবিলের উপর রক্ষিত টাকাগুলো হাতে নিলো]

প্রশান্ত। হায়রে টাকা! তোর যে এত মাহাত্ম্য আগে বুঝিনি। তোরই জন্যে আজ আমার শ্রেষ্ঠ রচনা দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের হাতে তুলে দিয়েও বুকভরা হাহাকার নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হচ্ছে।

[প্রশান্ত উঠতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে মহীতোষ এসে তার হাত দু'টো চেপে ধ'রে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললো]

মহীতোষ। দাদা আমাকে বাঁচান।

প্রশান্ত। একি! ছিঃ ছিঃ হাত ছাড়ুন।

মহীতোষ। [হাত ছেড়ে দিয়ে] দাদা আপনি আমাকে বাঁচান।

প্রশান্ত। কি হ'য়েছে?

মহীতোষ। মিঃ বোস যখন আপনার 'জিজ্ঞাসা' হাতে নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি ফিল্ম্ করবেন। এখন আপনি আমাকে বাঁচান।

প্রশান্ত। কি হ'য়েছে না জানতে পারলে—

মহীতোষ। জানার মতো কিছু নেই। শুধু আপনি আমাকে একটু Chance দিন।

প্রশান্ত। Chance! কিসের?

মহীতোষ। আমি আর কিছু চাইনে—আপনি শুধু আমাকে ঐ 'জিজ্ঞাসার' হিরো করে দিন। [প্রশান্ত খুব জোরে হেসে উঠলো] হাসবেন না। আমি দেখতে এ রকম হলেও আমার মাথার মধ্যে একটা প্রতিভার ঘোড়দৌড় হচ্ছে। শুধু বাইরে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আপনি তাকে একটু পথ করে দিন!

প্রশান্ত। আপনি কি ক্ষেপেছেন? 'জিজ্ঞাসার' হিরো যে আমি নিজে! বুঝতে পারছেন না?—শুনতে পারছেন না আমার হৃদয়ের সেই আর্ত্ত জিজ্ঞাসা? [প্রশান্ত ম্লান হেসে চলে গেল]

মহীতোষ। পাগল নাকি?

[ঝড়ের বেগে সখীচাঁদ আসে]

সখীচাঁদ। হাঁ-হাঁ আমি একেবারে পাগল হইয়ে গিইশ্চেন। হামার সাত আট লাখ রূপেয়া একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। হাপনি আমাকে একেবারে ফাঁসিয়ে দিলেন মোশাই!

মহীতোষ। আমি না—আমি না। [দ্রুত চলে যায়]

সখীচাঁদ। [ভাল করে দেখে] হ' ঠিক—পোরেশ বাবু। কুথা গেলেন পোরেশ বাবু?

[দোতলার রেলিং এ পরেশ বাবুকে দেখা গেল। তাঁর হাতে প্রশান্তর পাণ্ডুলিপি]

পরেশ। এই যে আপনি এসে গেছেন শেঠজী! [দোতলা থেকে নেমে এলেন] আমি আপনাকে দু'তিন বার রিং করেছি কিন্তু পাইনি। ভাবছিলাম নিজেই যাবো। যাক্ যখন এসে.পড়েছেন—

সখীচাঁদ। হাঁ হামি এসে গিইশ্চেন। হামার রূপেয়া-পয়সা সব ফেঁসে গেলেন। হাপনি হামাকে একেবারে মারি ফিলিয়েছেন।

পরেশ। শুনুন শেঠজী! রেসের মাঠ থেকে যদি বাজী জিতে উঠে আসতে

পারেন—ভাল। কিন্তু দু'বাজী খেলে হেরে যাওয়ায় যদি খেলা বন্ধ করেন, তাহলে সে হার হারই থেকে যায়। টাকা আর ফিরে আসে না। আর যদি খেলা চালু রাখেন—

সখীচাঁদ। তাহোলে একদিন না একদিন রূপেয়া ঠিক্ ঠিক্ আসিয়ে যাবে।

পরেশ। ছবির বাজারও তাই। পর পর ক'খানা বই মার খেয়েছে বলে যদি ব্যবসা বন্ধ করেন, তাহলে আপনি পথেই বসবেন শেঠজী। ব্যবসা চালু রাখুন। কোন রকমে একখানা ছবি যদি হিট্ করাতে পারি—তাহলেই দেখবেন সুদে আসলে সব টাকা উঠে এসেছে। আপনি কি মনে করেন শেঠজী—আপনার এই লোকসান হয়েছে দেখেও আমি নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছি ?

সখীচাঁদ। বেপার সেপার দেখে—

পরেশ। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে তা নয়। আমি বুঝেছি শেঠজী—আমাদের আগের ছবিগুলো বাজারে মার খাওয়ার মূলে রয়েছে তার কাহিনী। তাই এবার আমি সে ভার নিজেই নিয়েছি। এই দেখুন—অনেক পরিশ্রম করে এমন এক কাহিনী লিখেছি, যা দর্শক নেবেই। আর এই ছবিতেই হবে বাজার মাৎ।

সখীচাঁদ। আউর মাৎ না হোলে সখীচাঁদভি কাত্। না-না মোশাই—উসবের মধ্যে হামি নাই।

পরেশ। হিরোইন কাকে নিচ্ছি তা জানেন শেঠজী ? [একটা ছবি দেখিয়ে] এই দেখুন!

[ছবিখানা সখীচাঁদের হাতে দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন]

সখীচাঁদ। [ছবি দেখতে দেখতে] বাঃ বাঃ। না-না, শালা এই হিরোইনদের জোন্যেই ছবির ব্যবসাটা হামার ছোড়া হোলো না।

[সুসজ্জিতা তরুণী ঘূর্ণী ঘটক নৃত্যের ভঙ্গীতে দোতলা থেকে নামতে থাকে]

ঘূর্ণী। কে বলছে ছাড়তে ?—আর ছাড়তে দিচ্ছেই বা কে ?

সখীচাঁদ। [ঘূর্ণীকে দেখে] হাপনি।

[পরেশ বাবু দোতলা থেকে নামছিলেন]

পরেশ। এঁর ছবিই আপনার হাতে রয়েছে শেঠজী। আমার নতুন আবিষ্কার। আমাদের নতুন ছবির নায়িকা—মিস্ ঘূর্ণী ঘটক।

সখীচাঁদ। হেঃ হেঃ পোরেশ বাবু—হাপনি কোত ভালো আছেন। [ঘূর্ণীকে] হেঃ হেঃ হাপনি দাঁড়িয়ে কেন ? বসিয়ে পোড়েন—বসিয়ে পোড়েন।

পরেশ। না-না, ঘূর্ণীতো কখনও বসে না। নিজে ঘুরে অপরের মাথা ঘোরানই তার কাজ।

[পরেশ বাবু ঘূর্ণীকে ইঙ্গিত করতেই সে নাচ সুরু করে। সখীচাঁদ মহোল্লাসে নাচ দেখতে থাকে। নাচ শেষে ঘূর্ণী দোতলায় ওঠবার সিঁড়ীর রেলিঙ ধরে দাঁড়ায়]

পরেশ। এই আমার নতুন আবিষ্কার।

সখীচাঁদ। খুব ভাল হোয়েছেন—খুব সুন্দর হোয়েছেন। পোরেশ বাবু! হাপনার আবিষ্কারের কাছে কোলম্বাস্ভি লাট্টু খাইয়ে গিয়েশ্চেন।

পরেশ। [নীচু গলায়] পকেটে চেক-বই আছে শেঠজী ? আজই Contract টা করে ফেলতাম।

সখীচাঁদ। হাঁ-হাঁ। [চেক-বই বের করে] কোতো ?

পরেশ। লিখুন যা আপনার ইচ্ছে। কাল থেকেই সব কাজ সুরু করতে হবে।

সখীচাঁদ। হাঁ-হাঁ সুরু কোরে দেন—সুরু কোরে দেন। [চেক লিখে পরেশ বাবুর হাতে দিয়ে] এই লেন দশ হাজার।

[সখীচাঁদ ধীরে ধীরে ঘূর্ণীর দিকে এগিয়ে যায়। ঘূর্ণী সিঁড়ীর দু'ধাপ উপরে উঠে দাঁড়ায়। সখীচাঁদ সিঁড়ীর রেলিঙ ধরে]

হাপনি খুব ভাল আছেন। হাপনার লাচভি খুব ভাল হোয়েছেন।

[পরেশ বাবু সিঁড়ীর অপর রেলিঙ ধরে সখীচাঁদের মুখোমুখি দাঁড়ায়]

লেকেন পোরেশ বাবু! ইনির বোলি উলি ?

পরেশ। বুলি? চিড়িয়াকে 'বোল' শেখাব আমি—আর উড়তে শেখাবেন আপনি।

সখীচাঁদ—[হেসে] পে.রেশ বাবুভি খুব ভাল আছেন।

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

পঞ্চম দৃশ্য

International Industries Ltd.এর সুসজ্জিত অফিস ঘর। পাশের ঘর থেকে Type-writerএর খটাখট্ আওয়াজ অফিসের আভ্যন্তরীণ কর্ম্মব্যস্ততার সাক্ষ্য দিচ্ছে। Managing Director মিঃ পল নিবিষ্ট মনে কাগজ পত্র দেখছেন। সুরেন এ'লো।

সুরেন। আজ মোট কত জন এলো?

মিঃ পল। আর ব'লো না। কাল এসেছিল সত্তরজন। আজ সকাল থেকে প্রায় নব্বই জনকে Appointment দিয়েছি। এছাড়া আরও আসবে এখনও।

সুরেন। মোট কত টাকা deposit money আসবে expect ক'রছো?

মিঃ পল। তা হাজার পঁচিশেক হবে বৈকি!

সুরেন। Net Profit?

মিঃ পল। সাতদিনের Offiee establishment, advertisement ইত্যাদি খরচ বাদ দিয়ে মোট হাজার তেইশেকের মত থাকবে।

সুরেন। ভালে কথা। হ্যাঁ শোন, আমার পরিচিত এক ভদ্রলোককে এনেছি। পরিচিত মানে এক রকম বন্ধুই বলতে পারো। ছেলেটি গরীব। কোন রকমে গোটা পঞ্চাশেক টাকা যোগাড় করেছে। তুমি তাকে পরীক্ষা করে যথারীতি Appointment দেবে।

মিঃ পল। এটা অন্যায়!

সুরেন। কোন্‌টা?

মিঃ পল। শেষকালে নিজের বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করবে?

সুরেন। ক্ষতি কি? আজ যদি এই সুরেন সুর না খেতে পেয়ে মারা যায়—কোন বন্ধু তাকে খেতে দেবে?

মিঃ পল। তা হয়তো দেবে না। তবুও নিজের বিবেকের—

সুরেন। রেখে দাও তোমার বিবেক! বিবেক আর মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু বাঁচিয়ে রাখ বুদ্ধিকে। দেখবে—জীবনে কোনদিন কষ্ট পাবে না। হ্যাঁ, তুমি ready হয়ে নাও—আমি তাকে ডেকে আনছি।

[সুরেন বাইরে গেল। মিঃ পল মনোনিবেশ সহকারে কাগজ পত্র দেখতে লাগলেন। প্রশান্তকে নিয়ে সুরেন এলো]

সুরেন। স্যার! গতকাল যার কথা আপনাকে বলেছিলাম—এই সেই ভদ্রলোক।

প্রশান্ত। নমস্কার।

মিঃ পল। নমস্কার—বসুন। কি নাম আপনার?

প্রশান্ত। প্রশান্ত বসু।

সুরেন। স্যার! এর একটা Appointment আপনাকে দিতেই হবে। বেচারা বড় গরীব। এর family history শুনলে আপনার চোখে জল আসবে স্যার।

মিঃ পল। দেখি কতদূর কি ক'রতে পারি—

সুরেন। আপনি ইচ্ছে ক'রলে সবই করতে পারেন স্যার। এ আমার আবাল্য বন্ধু। এর সম্বন্ধে আমি Gurantee দিচ্ছি স্যার—এ ভাল কাজ ক'রবেই।

মিঃ পল। আপনি কি করেন?

প্রশান্ত। বর্ত্তমানে কিছুই করি না।

সুরেন। বেকার স্যার—একেবারে বেকার।

মিঃ পল। কতদূর পড়াশোনা করেছেন ?

প্রশান্ত। আমি আর্টস্ গ্রাজুয়েট।

সুরেন। আরও পড়াশোনার ইচ্ছে ওর ছিল স্যার। কিন্তু স্রেফ এই টাকা পয়সার অভাবেই হ'লো না।

মিঃ পল। দেখুন আমাদের এই firm একটা International Business firm. Foreign এ আমাদের products এর প্রচুর demand আছে। আমরা এতদিন Internal Businessএর দিকে ততটা জোর দিইনি। বর্ত্তমানে মনে করেছি Internal Businessটাও একটু জোর দিয়ে করবো। কারণ এতে কোম্পানীর লাভ লোকসান যাই হোক—বেকার-সমস্যা-জর্জ্জরিত দেশের কিছু সংখ্যক ভদ্র সন্তানকে অন্ততঃ বাঁচান যাবে।

প্রশান্ত। আমাকে কি করতে হবে ?

মিঃ পল। আপনাকে আমি নদীয়া জেলায় District field Supervisor হিসেবে নিয়োগ করবো। আপনি আমাদের কোম্পানীর তৈরী প্রসাধন সামগ্রী, মেডিসিন, খেল্না ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নমুনা দেখিয়ে ঐ অঞ্চল থেকে Order সংগ্রহ করবেন। আপনার কাজে সাহায্য করবার জন্যে আপনার recomendation অনুযায়ী পাঁচজন Assistantকে monthly একশো টাকা বেতনে আমরা নিয়োগ করবো।

সুরেন। প্রশান্ত! এইবার তোমার কপাল খুলে গেল। স্যারের সুনজরে যখন পড়েছ—

প্রশান্ত। কবে থেকে কাজে join করতে হবে ?

মিঃ পল। আজ থেকেই আমি আপনাকে Appointment দেবো। আপনি কাজ সুরু করবেন এক সপ্তাহ পর থেকে। আমাদের Board of

Directors এর meeting ইত্যাদির ব্যাপারে অফিস আগামী কাল হতে এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। এক সপ্তাহ পরে এসে আপনি প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র, নমুনা প্রভৃতি নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আপনাকে first Appointment দিচ্ছি—two hundred plus other allowances hundred—এই মোট তিনশো টাকা।

প্রশান্ত। আপনার এ অনুগ্রহ আমি ভুলবো না।

মিঃ পল। কি জানেন—আমি নিজেও গরীবের ছেলে ছিলাম। তাই গরীব কাউকে দেখলে আমার অতীত জীবনের কথা মনে হয়।

সুরেন। বুঝলে প্রশান্ত—সেই জন্যেই স্যার তোমার Pay সম্বন্ধে consider করেছেন।

প্রশান্ত। সুরেন বাবু! আপনার এ উপকার—

সুরেন। কিচ্ছুনা—কিচ্ছুনা। [নীচু গলায়] কৈ, deposit এর টাকাটা দিয়ে দাও।

[প্রশান্ত পকেট থেকে টাকা বের করে মিঃ পলের সামনে টেবিলের উপর রাখলো]

মিঃ পল। [টাকা গুনে দেখে] সে কি—মাত্র পঞ্চাশ টাকা। না না-না—এতে কি করে হবে? পাঁচশো টাকা security না পেলে appointment দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

[paper weight দিয়ে টাকাটা চাপা দিলো]

সুরেন। দিন স্যার—চাকরীটা ওকে দিন। ও বড় গরীব। ঐ পঞ্চাশ টাকার বেশী যোগাড় করতে পারেনি। আমি ওর জামিন থাকবো স্যার।

মিঃ পল। বেশ। আমি আপনার নামে পঞ্চাশ টাকা জমা করে রাখলাম। এক সপ্তাহ পরে এসে Pacce Receipt, Appointment letter, Sample প্রভৃতি নিয়ে যাবেন। আর আপনার work সম্বন্ধে advice যা দেবার—সেই দিনই দেবো। মনোযোগ দিয়ে কাজ

করুন—আপনার pay সম্বন্ধে আবার আমি Consider ক'রবো। আচ্ছা আজ তাহলে আসুন। [প্রশান্ত উঠছিলো] হ্যাঁ, একটা কথা। যাবার সময় বাইরের কোন candidateএর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না যে আপনি মনোনীত হয়েছেন।

প্রশান্ত। কেন ?

সুরেন। বুঝলে না ? স্যার সকাল থেকে অন্ততঃ পাঁচশো জনকে ভাগিয়ে দিয়েছেন no vacancy বলে।

মিঃ পল। এখন যদি ওরা শোনে আপনাকে Appointment দিয়েছি—তাহলে বিরক্ত সুরু করবে।

প্রশান্ত। না-না আমি অন্য কারও কাছে প্রকাশ ক'রবো না।

সুরেন। আচ্ছা তুমি তাহলে বাড়ী যাও। আমি একটু পরে আসছি।

প্রশান্ত। আচ্ছা। নমস্কার স্যার। আসি সুরেন বাবু—

সুরেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ এসো।

[প্রশান্ত চলে যায়]

সুরেন। কেমন বুঝলে ?

মিঃ পল। এদের দেখলে বড় মায়া হয়।

সুরেন। আমার রাগ হয়।

মিঃ পল। কেন ?

সুরেন। এরা আজও প্রতারককে চিন্‌লো না। মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করতেও শিখলো না।

মিঃ পল। তোমার মত বন্ধু যদি শোষণ করে—প্রতারণা করে—তাহলে আর কি করে শিখবে বলো ?

সুরেন। থামো ! যারা প্রতারণা করে—যারা শোষণ করে—তারা মিষ্টি কথা বলে বন্ধুর ছদ্মবেশেই করে।

মিঃ পল। মানি। তবু ও তোমার বন্ধু—বেকার বন্ধু !

সুরেন। বন্ধু! নিজের জীবনের চরম অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি—বন্ধুত্ব কথাটা বড়ো ঠুন্‌কো। তাই বন্ধু থাকলেও—এই দুনিয়ায় কারও সঙ্গে আমার হৃদয়ের বন্ধুত্ব নেই। আমার একমাত্র বন্ধু সে—যে কাছে থাকলে সমস্ত সমাজ থাকে হাতের মুঠোর মধ্যে।

মিঃ পল। কে সে?

সুরেন। সে? হুঁ-হুঁ-হুঁ—সে হ'লো টাকা। আর এই টাকার জন্যেই চরম অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করেও আমি ঘুরছি ব্রজেন বাবুর একমাত্র মেয়ে লিলির পিছনে। লোকে মনে করে আমি লিলির প্রেমে পড়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয় মিঃ পল! আমি পড়েছি ব্রজেন বাবুর টাকার প্রেমে।

[টেবিলের ওপর রক্ষিত টাকাগুলো হাতে নেয়]

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ব্রজেন বাবুর বাড়ী। লিলি দোতলা থেকে নামছিলো আর কান্তা দোতলায় উঠছিলো। সিঁড়ীতে দু'জনের দেখা।

লিলি। Hallo কান্তা! কি খবর ভাই? [নীচে নেমে এলো] আর কলেজে যাস না কেন?

কান্তা। যাই না এটা তো তুই জেনেছিস। ভবিষ্যতেও যাওয়া হবে না—এটাই তোকে জানাতে এলাম।

[দু'জনে সোফায় বসলো]

লিলি। কেনরে কান্তা?

কান্তা। মামারা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন—আমার পড়ার খরচ আর তারা বইতে পারবেন না। কি করেই বা পারবেন? ঐ তো সামান্য

আয়। তার ওপর মামাতো ভাই মলয় আজ এক বছর বেকার বসে রয়েছে।

লিলি। চাকরীর চেষ্টা করছে না?

কান্তা। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছে বলেতো আমার মনে হয় না। চাকরীতো পাচ্ছেই না—উপরন্তু কাল প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে কিছু অর্থদণ্ড দিলো।

[ম্লানমুখে প্রশান্ত পিছনে এসে দাঁড়ালো]

লিলি। সে কি?

কান্তা। হ্যাঁ। কোন্ এক কোম্পানী কিছু টাকা Security রেখে চাকরী দেবে বলেছিলো। তারপর—

লিলি। তারপর?

প্রশান্ত। নির্দ্ধারিত দিনে দেখা গেল অফিসে To-Let ঝুলছে।

লিলি। প্রশান্তদা!

কান্তা। আপনি এ খবর কি করে জানলেন?

প্রশান্ত। ভুক্তভোগীরাই তো জানে।

লিলি। সে কি? আপনিও প্রতারকদের খপ্পরে পড়েছিলেন?

প্রশান্ত। আগে তো বুঝতে পারিনি—যখন বুঝলাম তখন সত্যিই It is too late.

[প্রশান্ত গায়ের সার্টটা খুলতে গেলে অসাবধানতা বশতঃ জীর্ণ সার্টটা ছিঁড়ে যায়। সে মুখে 'ইস্' শব্দ করে ওঠে]

লিলি। ছিঁড়লো বুঝি?

প্রশান্ত। সামান্য।

লিলি। এতো বলি—কয়েকটা ভাল দেখে সার্ট আর ধুতি কিনুন, তা কিছুতেই আপনি শুনবেন না। আপনি নিজে হয়তো এগুলোর প্রয়োজন উপলব্ধি না করতে পারেন—কিন্তু কাল আমার জন্ম-দিনের উৎসব—

কত গণ্যমান্য ভদ্রলোক আসবেন বাড়ীতে। আমার কলেজের বান্ধবীরা আসবে। তারা আপনাকে এ অবস্থায় দেখে কি ভাববে বলুন তো?

প্রশান্ত। যাঁর যা ইচ্ছে ভাবুন। তুমি নিশ্চয়ই গরীব দাদাকে অস্বীকার করবে না।

লিলি। তা না করলেও বিশেষ করে একটা উৎসবের দিনে—

প্রশান্ত। এতেই চালিয়ে নেবো।

কান্তা। ওগুলোকে প্রশান্ত বাবু নিশ্চয়ই খুব ভালবাসেন—তাই ছাড়তে চান না।

প্রশান্ত। সত্যিই। এগুলো আছে তাই আমি অনুগ্রহ ভিক্ষার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।

লিলি। তবুও এ বাড়ীর একটা prestige আছে। তাছাড়া— [কৃত্রিম অভিমানে] বাবার দেওয়া সার্ট ধুতি প'রবার বেলাতেই আপনি অনুগ্রহের প্রশ্ন তোলেন।

প্রশান্ত। ও! না-না লিলি—আমি ভুলে যাইনি যে তাঁরই অনুগ্রহে আমি এ বাড়ীতে স্থান পেয়েছি। তাঁরই অনুগ্রহে আমি খেতে পাচ্ছি—

লিলি। প্রশান্তদা! ছিঃ আমি কি ব'ললাম আর আপনি কি বুঝলেন?

প্রশান্ত। তুমি যা বলেছ তা স্পষ্ট—আমি যা বুঝেছি তাও নির্ভুল।

লিলি। প্রশান্তদা!

প্রশান্ত। না লিলি না। এ বাড়ীর prestige এ আঘাত লাগে এমন কোন কাজ আমি কখনই ক'রবো না। [প্রশান্ত ঘরের ভিতর গেল]

কান্তা। প্রশান্ত বাবুতো খুব sentimental!

লিলি। তুই একটু বোস্ ভাই—আমি আসছি।

[প্রশান্তর অনুসরণ করলো]

[কান্তা সোফায় গা এলিয়ে বসে টেবিলে রক্ষিত দৈনিক পত্রিকাখানা খুলে

পড়তে লাগলো। এমন সময় ব্যস্ত হয়ে স্থরেন এলো। পত্রিকা পাঠরতা কান্তাকে লিলি মনে করে গদ-গদ কণ্ঠে বললো]

স্থরেন। লিলি—লিলি দেবী—লিলুয়া!

কান্তা। [কাগজ মুখ থেকে না নামিয়ে] বলুন—বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, —থামলেন কেন?

স্থরেন। Stopage রয়েছে যে!

কান্তা। [কাগজ নামিয়ে স্থরেনের দিকে চেয়ে] তাই নাকি?

স্থরেন। [লজ্জিত হয়ে] বড় ব্যথা পেলাম।

কান্তা। বস্থন—ডেকে দিচ্ছি।

[কান্তা ভিতরে গেল। স্থরেন একটা সিগারেট মুখে লাগিয়ে দেশলাই খুঁজতে লাগলো। ব্যস্তভাবে নন্দ এলো]

নন্দ। দেখেনদিনি—আপনি এইসে পইড়েছেন?

স্থরেন। বাবা নন্দ!

নন্দ। কন—ক'য়ে ফ্যালান।

স্থরেন। দেশলাই আছে?

নন্দ। কি হবেনেন? ওঃ বুঝিছি। আপনার মুহি বুঝি আগুন দিতি হবেনেন?

স্থরেন। [বোকার মতো হেসে] হ্যাঁ।

[নন্দ নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে সেই জ্বলন্ত কাঠিটা স্থরেনের দিকে এগিয়ে দেয়]

নন্দ। ধরেন। টানেন—জোরে জোরে টানেন—টপ্ কইরে ধইরে যাবেনেন।

স্থরেন। [সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে] বাবা নন্দ!

নন্দ। এখন আমার কোন কথা শুনার উপায় নেই। এখনগে আমার কত কাজ পইড়ে রইয়েছেন! [নন্দ বাইরে যায়]

[লিলি আর কান্তা আসে]

কান্তা। আচ্ছা লিলি—আজ চলি তাহলে ?

লিলি। কাল আসিস্ কিন্তু!

[সুরেন একদৃষ্টে লিলির মুখের দিকে চেয়ে থাকে]

কান্তা। নিশ্চয়ই। সুরেন বাবু!—ও সুরেন বাবু!

সুরেন। [চম্‌কে] এঁ্যা!

কান্তা। আপনি কাল আসছেন তো ? কাল লিলির জন্ম-দিনের উৎসব।

সুরেন। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই আসবো। আমি আসবো না ? কি যে বলেন মিস্! [কান্তা হেসে চলে গেল]

সুরেন। লিলি দেবী!

লিলি। [গম্ভীর হয়ে] বসুন!

[সুরেন ধপ্ করে সোফায় বসে পড়লো। লিলি সিঁড়ী বেয়ে দোতলার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরেন আপন মনে সিগারেট টানতে লাগলো। দোতলা থেকে ব্রজেন বাবু আবৃত্তি করতে করতে নীচে নামতে লাগলেন। সুরেন তটস্থ হয়ে উঠলো]

ব্রজেন। "সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে!"

[হঠাৎ আবৃত্তি থামিয়ে]

কে! কে ওখানে ?

সুরেন। আমি সুরেন।

ব্রজেন। Oh! you are that naughty boy? আবার—আবার তুমি এখানে এসেছ?

সুরেন। আজ্ঞে লিলি দেবী—

ব্রজেন। কেন লিলিমা তোমায় কিছু বলেনি?

সুরেন। আজ্ঞে না। বললে তো—

ব্রজেন। বলবে—নিশ্চয়ই সে তোমাকে কিছু বলবে।

সুরেন। কিন্তু বলতে দিচ্ছে না।

ব্রজেন। কে—কে তাকে বাধা দিচ্ছে?

সুরেন। প্রশান্ত বাবু। উনি আসার পর থেকে লিলি দেবী আর আমাকে চিনতেই পারছেন না।

ব্রজেন। কি করে পারবে? সে যে তার দাদাকে—

সুরেন। দাদা না ছাই! ও রকম একটা ভিখিরীকে আপনি জায়গা দিয়েছেন—লোকে দেখলে কি বলবে? এতে যে আপনারি মাথা নীচু হয়ে যাবে।

ব্রজেন। কিসের অভাব তার? No—No, ভিখিরীর মতো এখানে বাস করা তার চলবে না।

[খাতার বাণ্ডিল ও বিছানা হাতে প্রশান্ত এসে দাঁড়ায়]

প্রশান্ত। সেই কথাই আপনাকে বলতে এলাম বাবা। [প্রণাম করে]

ব্রজেন। কি—কি তুমি বলতে এলে বাবা?

প্রশান্ত। বলতে এলাম, এত ঐশ্বর্য্যের মাঝে আমি—আমার মত নিঃস্ব, আমার মত দরিদ্র, বেমানান। তাই আমি—[সুরেনের দিকে নজর পড়তে] সুরেন বাবু! না, আপনাকে কিছু বলে লাভ নেই। তবে জেনে রাখুন—আমার হৃদয়ের হাহাকারের বিনিময়ে আমি ঐ পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করেছিলাম। [যেতে চায়]

ব্রজেন। প্রশান্ত! এ তুমি কি বলছো?

প্রশান্ত। আপনার স্নেহের কথা আমি কোনদিনও ভুলবো না। চরম দুর্দ্দিনে আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমি হাসিমুখে তা গ্রহনও করেছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে আমার দারিদ্র আপনাদের আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করবে। কিন্তু আজ যখন বুঝতে পারলাম—

[দোতালার সিঁড়ীর রেলিঙ চেপে ধরে লিলি সাশ্রুনেত্রে বললো]

লিলি। বোঝেন নি—কিছু বোঝেন নি। যদি বুঝতেন তাহলে সামান্য একটা কথায়—[নীচে নেমে এলো] আপনি বিশ্বাস করুন প্রশান্তদা —আমি অন্য কিছু ভেবে বলিনি।

প্রশান্ত। আগামী কাল তোমার জন্মদিনের উৎসব। আমি উপস্থিত থেকে তোমার সেই উৎসবের আনন্দোজ্জ্বল রাত্রিকে ম্লান করে দিতে চাই না। [যেতে সুরু করে]

ব্রজেন। যেওনা প্রশান্ত—দাঁড়াও!

প্রশান্ত। আমি এখানে বড় বেমানান। [দ্রুত চলে যায়]

ব্রজেন। প্রশান্ত! লিলিমা ওকে যেতে দিওনা—ওকে ফেরাও। ও যে চলে গেল। [হঠাৎ সুরেনের দিকে নজর পড়তে] You are that scoundrel! একদিন তোমারই জন্যে আমি আমার নবারুণকে হারিয়েছি। আজ আবার তোমারি জন্যে আমি আমার প্রশান্তকে হারালাম। আমি তোমাকে—

[হঠাৎ সুরেনের গলা টিপে ধরেন। সুরেন আর্ত্তনাদ করে ওঠে। গলা ছেড়ে দিয়ে]

না-না—তোমার কি দোষ? এ আমার কর্ম্মফল। Oh God! give back my son—please give back my son. ফিরিয়ে দাও—আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়। পর্দ্দা নামে]

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

বস্তি বাড়ীর একখানা ঘর। ঘরের একদিকে দু'চার খানা বাসন—অন্যদিকে কয়েকটা ভাঙ্গা বাক্স। কোনার দিকে একখানা তক্তাপোষ। তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। তার পাশে কিছু তরি-তরকারী কোটা রয়েছে। ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। কেরোসিন তেলের কুপী টিপ টিপ করে জ্বলছে। প্রশান্তকে সংগে নিয়ে চিন্ময় এলো। প্রশান্তর বগলে বিছানা ও হাতে খাতার বাণ্ডিল।

চিন্ময়। এসো ভাই। এই দেখ—এই ঘর। ঐ পাশের ঘরটায় আমরা থাকি। এঘরে রান্নাবান্না হয় আর কি! তা তোমার যদি অসুবিধে না হয় এখানে থাকতে পারো।

প্রশান্ত। না-না অসুবিধের কি আছে? এতো আমার কাছে রাজপ্রাসাদ।

[এক ঘড়া ও বালতি জল নিয়ে বকুল এলো]

বকুল। [প্রশান্ত ও চিন্ময়ের দিকে না তাকিয়ে ঘড়া ও বালতি নামাতে নামাতে] এঁ্যা! রাজপ্রসাদ? কে—রাজপুত্তুরটি কে এলেন শুনি?

চিন্ময়। [বকুলকে দেখিয়ে প্রশান্তকে] আমার স্ত্রী বকুল। [বকুলকে] আমার বাল্য বন্ধু—আমাদের গ্রামের অন্নদা মাষ্টার মশাইয়ের ছেলে প্রশান্ত—

প্রশান্ত। নমস্কার।

বকুল। থাক্ হয়েছে। আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। [চিন্ময়ের উদ্দেশ্যে] তা উনি কি মনে করে এখানে এলেন?

চিন্ময়। আজ কারখানা থেকে ফেরার পথে ওর সংগে দেখা। শুনলাম চাকুরীর খোঁজে ক'লকাতায় এসেছে। মাথা গোঁজবার ঠাঁইও নেই। পথে পথে ঘুরছে। তাই—

বকুল। সংগে করে নিয়ে এলে? তা তো আনবেই। কথায় বলে না—"নিজে পায় না শুতে, শঙ্করাকে ডাকে?" তোমার হয়েছে তাই। তা এ ঘর কি ঐ রাজপুত্তুরের পছন্দ হয়েছে?

প্রশান্ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

বকুল। বিনি ভাড়ায় থাকবে—তোমার তো পছন্দ হবেই। [চিন্ময়কে] বলি শুনছো? রান্নাবান্না হবে কোথায়?—না সে সব পাট তুলে দিলেই চলবে?

চিন্ময়। আহা তুমি ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন? তোলা উনুনে রান্নার কাজটা সেরে নিতে পারবে না?

বকুল। বেশ তা না হয় বুঝলাম। উনি এখানে থাকলেন—আমি মরি-বাঁচি করে রান্নার কাজটা সেরে নিলাম। কিন্তু গেলা? ওর গেলাটা আসবে কোথা থেকে?

প্রশান্ত। না-না থাক্। আপনাদের অসুবিধে—

বকুল। থামো বাপু। স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে কথা ক'য়ো না।

চিন্ময়। আঃ বকুল! ওর সংগে এভাবে কথা বলতে নেই। ওর বাবার কাছে আমি ঋণী। তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন বলেই আজ আমি উপায় করে খাচ্ছি। নইলে আমাদের বংশের কেউ লেখাপড়াও শেখেনি—চাকুরীও করেনি।

বকুল। কি জানি বাপু কি লেখাপড়া তিনি শিখিয়েছেন—আর কি তুমি শিখেছ! মুরোদ তো তোমার কারখানা অবধি। কোন রকমে দু'টো খাওয়া আর এই অন্ধকূপে পড়ে থাকা। আমার বাপের বাড়ীর গরুও এর চেয়ে ভাল ঘরে থাকে।

চিন্ময়। তা ঠিক। ক্ষেতের কাজ অনেক ভালো। আমাদের বংশে সর্ব্বপ্রথম আমিই শিক্ষার আলোক কিছুটা পেয়েছিলাম। তাই গর্ব্বান্ধ হয়ে ছুটেছিলাম চাক্‌রীর পিছনে। তখন ভাবিনি কি ফেলে কিসের পিছনে ছুট্‌ছি। ভুল করেছি—মস্ত বড় ভুল করেছি।

বকুল। বলি লেক্‌চার দিলেই হবে ?—না ওর গেলার কি ব্যবস্থা হবে তাই বলবে ?

চিন্ময়। ব'লবো আর কি ? যতদিন কোন চাক্‌রী না পায়, ততদিন আমরা যেমন খাই—প্রশান্তও তেমনি খাবে।

বকুল। হুঁ বুঝেছি। যত ঝক্কি আমাকেই সামলাতে হবে। [ভিতরে গেল]

চিন্ময়। কিছু মনে ক'রোনা ভাই। ও ঐ রকম। ঠিক গুছিয়ে সব কথা বলতে পারে না। যদিও ওর বাপের বাড়ীর দেশে মুখরা বলে ওর খ্যাতি আছে—তবুও আমি জানি ওর হৃদয় আছে, ও খুব সরল। দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবে—ওর বাইরের রূপ আর ভেতরের রূপ এক নয়।

প্রশান্ত। প্রথমেই যে নমুনা পেলাম তাতে বিশ্বাস করা কঠিন ভাই।

[দু'জনেই হেসে উঠলো। দু'টো বাটিতে মুড়ি নিয়ে বকুল এলো]

বকুল। খুব তো বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হাসছো। বলি কিছু গিলতে হবে না ? সারাদিন বোধ হয় পেটে কিছু পড়েও নি।

[বকুল মুড়ি দিল। তক্তাপোষের উপর বসে চিন্ময় ও প্রশান্ত মুড়ি খেতে লাগলো]

বকুল। [প্রশান্তর বিছানা ও খাতার বাণ্ডিলের দিকে চেয়ে] তা তোমার জিনিষ পত্তর সব এই বুঝি ?

প্রশান্ত। হ্যাঁ।

বকুল। হ্যাঁ বলে আমার মাথা কিনে নিলে আর কি ! তা এই খাতা পত্তর নিয়ে কি এখানে লেখাপড়া ক'রবে—না চাক্‌রীর ধান্দায় ঘুরবে ?

প্রশান্ত। দু'টোই।

বকুল। সামলাতে পারলে হয়! হ্যাঁ, একটা কথা। আমি কিন্তু তোমার নাম ধরেই ডাকবো—ডাকলে উত্তর দিও।

প্রশান্ত। নিশ্চয়ই। এক'শোবার উত্তর দেবো। আমিও কিন্তু আপনাকে বকুল বৌ বলে ডাকবো।

বকুল। সে তুমি যে নামে খুশী ডেকো। কিন্তু আদিখ্যেতা করে 'আপনি' কথাটা ব'লোনা।

প্রশান্ত। বেশ তাই হবে। বাব্বা! চারটি খেয়ে বাঁচলাম। যা ক্ষিদে পেয়েছিলো!

বকুল। আ-হা-হা খুব ক্ষিদে পেয়েছিলো বুঝি? তা এতক্ষণ এখানে আসতে কি হয়েছিলো?

চিন্ময়। ঠিকানা জানলে তো আসবে? ভাগ্যিস্ আমার সংগে রাস্তায় দেখা হয়েছিলো!

বকুল। কেন? শিয়ালদা ইষ্টিশিনে নেমে তোমার নাম করলেই তো সবাই দেখিয়ে দিত।

[প্রশান্ত চিন্ময় একসঙ্গে হেসে উঠলো]

বলি হাসছো যে? এতে হাসার কি হ'লো?

চিন্ময়। ক'লকাতা কি বিশ্বনাথপুর যে নাম করলেই সবাই সবাইকে চিনবে? এখানে বড় বড় লোকের নাম করলেই কেউ তার বাড়ীর ঠিকানা বলতে পারে না—আর আমি তো এক কারখানার মিস্ত্রী!

বকুল। এখানকার লোকগুলোর ভারি ভুলো মন। আর হবেই বা না কেন? দুধ ঘি তো আর খেতে পায় না!

[প্রশান্ত চিন্ময় আবার জোরে হেসে উঠলো]

আ ম'লো যা! চাট্টি পেটে পড়েছে কি পড়েনি আর অমনি হাঃ হাঃ করে হাসি আরম্ভ হয়েছে। ওঠো-ওঠো! ঐ ঘরে গিয়ে বসো।

আমি এ ঘরটা গুছিয়ে বিছানাটা পেতে দি। রাজপুত্তুর আবার শোবেন তো!

[চিন্ময় আর প্রশান্ত পাশের ঘরে যেতে থাকে]

বলি শুনছো?

চিন্ময়। বলো।

বকুল। আমাদের তোষকটা এনে দাও—এই খাটে পেতে দি। উনি তো কিছুই আনেন নি।

প্রশান্ত। না-না তোষকের দরকার নেই। আমার যা আছে ওতেই হবে।

বকুল। ওতেই যদি হয় তবে রাস্তায় গিয়ে শুয়ো। এখানে থাকতে হলে আমার কথার নড়চড় করলে দেবো বিদেয় করে।

চিন্ময়। আচ্ছা-আচ্ছা তাই হবে। আমি এনে দিচ্ছি তোষক। এসো প্রশান্ত!

বকুল। যাও—দুই বন্ধু মিলে পরাণের গপ্প কর'গে। আমি তো দাসী-বাঁদী আছিই। আমার কি আর মরার সময় আছে? গেলার ব্যবস্থা —শোবার ব্যবস্থা—এঁটো বাসন মাজার ব্যবস্থা—সবই আমাকে করতে হবে।

প্রশান্ত। তা তো হবেই। হাজার হোক্ তুমি তো এবাড়ীর গিন্নী!

বকুল। ওমা এ যে কথা কয়!

প্রশান্ত। বোবা তো আর নই?

বকুল। তা দেখ বাপু, চাকরী পেলে প্রথম মাসের মাইনে থেকে আমাকে একজোড়া খুরওয়ালা জুতো আর বগলে নেওয়া একটা থলে কিনে দিও। [একটু চিন্তা করে] তা এক মাসে যদি না পার—দু'মাসেই দিও। ওনাকে বলে বলে তো হদ্দ হয়ে গেলাম!

প্রশান্ত। নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু বকুল বৌ, ঐ খুরওয়ালা জুতো আর বগলে নেওয়া থলে দিয়ে তুমি কি করবে?

বকুল। কি আর ক'রবো?—চাকরী ক'রবো। তোমাদের দাসী-বাঁদী হয়ে

আমি আর থাকতে পারবো না। সামনের ঐ বাড়ীর একটা মেয়ে রোজ চাকরী করতে যায়। আমার ঐ সব নেই বলেই তো বেরোতে পারিনে। নইলে আমিও একবার দেখিয়ে দিতাম হুঁঃ।

[চিন্ময় প্রশান্ত আরও জোরে হেসে উঠলো]

ওমা এরা যে হাসে!

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাপ্তাহিক অঙ্কুর পত্রিকার অফিস ঘর। একপাশে ম্যানেজার নিবারন সেন নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখছেন। তার পিছনের দেওয়ালে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—"নতুন লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশের একমাত্র স্থান—'অঙ্কুর'। 'অঙ্কুরের' দৌলতে অনেক নতুন লেখক-লেখিকা পুরাতন হইয়াছেন—আপনিও হউন। আজকের 'অঙ্কুর' আগামী দিনে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবে।" বিস্তর প্রুফ্ হাতে ভবদেব গড়াই—প্রেসের কম্পোজিটার এলো।

ভবদেব। ম্যানেজার বাবু!

নিবারন। চোপ্!

ভবদেব। [অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে একটু ঢোক গিলে] ম্যানে—

নিবারন। [বেশ জোরে] চোপ্!

ভবদেব। [আবার ঢোক গিলে] স্যার—

নিবারন। শুধু স্যার নয়—দেখে বলো।

[টেবিলের উপর রক্ষিত চতুষ্কোন নেম প্লেটের প্রোপ্রাইটর লেখা দিকটা দেখালেন]

ভবদেব। প্রোপ্রাইটর স্যার!

নিবারন। হেঃ হেঃ ঠিক হয়েছে। দেখবে—কখন কোন্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছি—ভাল করে দেখে তবে ডাকবে। বুঝেছ ভবদেব?

ভবদেব। বুঝেছি স্যার।

নিবারন। আবার শুধু স্যার ?

ভবদেব। না স্যার—প্রোপ্রাইটর স্যার।

নিবারন। হেঃ হেঃ ঠিক হয়েছে। তারপর ভবদেব, খবর কি ?

ভবদেব। আজ্ঞে এই প্রুফগুলো না দেখে দিলে ছাপার কাজ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

নিবারন। হেঃ হেঃ তুমিতো তাহলে ভাবিয়ে তুললে ভবদেব।

ভবদেব। আজ্ঞে আমি বলছিলাম নতুন কাউকে প্রুফ্ রীডার হিসেবে না রাখলে প্রেস চালানো শক্ত হবে। অমরেশ বাবু যতদিন ছিলেন ততদিন অবশ্য চিন্তা করতে হয়নি।

নিবারন। হেঃ হেঃ চিন্তা করতে হয়নি ? তুমি তো তাই বলবে ভবদেব। চিন্তা যে কতখানি করতে হয়েছে সে বুঝেছি আমি।

ভবদেব। আজ্ঞে চিন্তা ?—

নিবারন। হ্যাঁ হ্যাঁ চিন্তা। মাস গেলেই কোথা থেকে টাকা দেবো সেই চিন্তা। তোমাদের টাকা আস্তে ধীরে দিলেও চলে। কিন্তু সেই ছোক্‌রা ? মাস না পড়তেই হাতখানা এগিয়ে দিতো—দাও টাকা। আর সেই চিন্তাতেই—[নিজের মাথা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে] দেখছো ?

ভবদেব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিবারন। কি দেখছো ?

ভবদেব। আজ্ঞে দেখছি—দেখছি যে আপনার চুলে পাক ধরেছে।

নিবারন। শুধু পাক ধরেই ক্ষান্ত হয়নি—পাকা আমের মত টুপ্ টুপ্ করে ঝরেও পড়ছে। আর তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে—তাল-তমাল-তেঁতুল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত এই পুষ্করিণী।

[নিজের মাথার বিরাট টাক ভবদেবের সামনে ধরলেন]

ভবদেব। আজ্ঞে এখনও ওখানে দু'এক গোছা আছে।

নিবারন। ও শ্যাওলা। ঐ দু'এক গোছা আছে বলেই এখনও 'কুল-ব্রেণে' সব কিছু ম্যানেজ করতে পারছি। যেদিন ঐ দু'এক গোছাও অবশিষ্ট থাকবে না—সেদিন, সেদিন এই শান্ত শীতল পুষ্করিণী শুকিয়ে সাহারা মরুভূমি হয়ে যাবে। আর সেই সংগে বাংলা দেশের এতবড় একটা কৃতি সন্তানের হবে অপমৃত্যু। হোক্—চলো।

[ভবদেব ও নিবারন ভিতরে যায়—লিলি আর কান্তা আসে]

কান্তা। আবার এখানে এলি কেন? এখানে কি তাঁর দেখা পাবি?

লিলি। হয়তো পাবো। প্রশান্তদা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—তাঁর সংগে একদিনও আমার দেখা হয় না।

কান্তা। এই কাগজের সম্পাদক তাঁর ঠিকানা জানেন না?

লিলি। না। প্রশান্তদা নাকি ঠিকানা দেননি।

কান্তা। আশ্চর্য্য মানুষ!

লিলি। এই একবছর কত খুঁজেছি—কিন্তু কোথাও তার দেখা পাইনি। নিজের জন্যে ভাবিনা কান্তা—ভাব্‌না আমার বাবাকে নিয়ে।

কান্তা। সত্যি জ্যাঠামণির দিকে আর তাকান যায় না।

[ভিতর থেকে নিবারন—'কে? ওদিকে কে কথা বলছে?']

কান্তা। শুনুন! একবার যদি দয়া করে এদিকে আসেন—

[কাগজ পত্র নিয়ে নিবারন এলো]

নিবারন। হ্যাঁ—মেয়েছেলে, গলা শুনেই বুঝেছি মেয়েছেলে আমাকে ডাকছে।

কান্তা। নমস্কার।

নিবারন। বিলক্ষন। বসুন!

কান্তা। আপনি?

নিবারন। আমি? হেঃ হেঃ হেঃ লেখাপড়া জানেন?

কান্তা। নন্‌সেন্স!

নিবারন। ভুল করলেন—আমার নাম নিবারন সেন।

[টেবিলের উপর রক্ষিত চতুষ্কোন নেম প্লেটটা দেখিয়ে]   পড়ুন !

কান্তা। এডিটর ! [নিবারন প্লেটটা ঘোরায়]

নিবারন। এবার পড়ুন।

কান্তা। প্রুফ-রীডার !!

নিবারন। [প্লেটটা ঘুরিয়ে] জোরে পড়ুন !

কান্তা। ম্যানেজার !

নিবারন। [প্লেটটা আবার ঘুরিয়ে] আরও জোরে পড়ুন !

কান্তা। প্রোপ্রাইটর !!!

নিবারন। এবার বুঝলেন। আমিই প্রোপ্রাইটর, ম্যানেজার, প্রুফ-রীডার এণ্ড এডিটর। বলুন—কোন্ department এ আপনার প্রয়োজন ?

লিলি। নমস্কার। আমি এর আগেও ক'দিন এসেছিলাম।

নিবারন। ওহো—আপনি ? হ্যাঁ—মনে পড়েছে। আপনি প্রশান্ত বাবুর সংগে দেখা করতে চান ?

লিলি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[নিবারন টেবিলের সামনে 'ম্যানেজার' লেখা প্লেট ঘুরিয়ে দিলো]

নিবারন। দেখুন তিনি মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তবে আপনি যেদিন আসেন—তিনি সেদিন আসেন না।

লিলি। আমার দুর্ভাগ্য।

নিবারন। তবে হ্যাঁ—তিনি এলে ঠিক এই সময়েই আসেন।

কান্তা। আজ কি তিনি আসবেন ?

নিবারন। আসলেও আসতে পারেন—কোন নিষেধ নেই।

লিলি। দেখুন আমরা এখানে একটু অপেক্ষা করতে চাই। কারণ তাঁর সংগে দেখা করার আমার বিশেষ প্রয়োজন।

[নিবারন কলিং বেল টিপলো। কেউ এলোনা দেখে নিজেই উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলো]

নিবারন। ভবদেব—ও ভবদেব!

[ব্যস্তভাবে ভবদেব আসে]

ভবদেব। আজ্ঞে—

নিবারন। আমি ঘণ্টা বাজিয়েছি।

ভবদেব। আজ্ঞে শুনতে পাইনি তো!

নিবারন। সেই জন্যেই আমি নিজে তোমাকে ডাকলাম।

ভবদেব। কিছু ব'লবেন?

নিবারন। না—তোমার চাঁদ বদন দেখবো। যত সব রাগ বাড়ানো লোক। যাও—এঁদেরকে ভিতরের বারান্দায় বসতে দাও। [লিলি ও কান্তাকে] আপনারা যান—ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। প্রশান্ত বাবু এলেই ডাকবো।

লিলি। ধন্যবাদ।

[ভবদেব, কান্তা ও লিলি ভিতরে গেল। নিবারন 'ম্যানেজার' প্লেট ঘুরিয়ে 'প্রুফ্-রীডার' করে প্রুফ্ দেখতে লাগলো। একটু পরে প্রশান্ত এলো। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—দেখে মনে হয় খুব ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রশান্তকে দেখেই নিবারন তাড়াতাড়ি 'প্রুফ রীডার' প্লেট ঘুরিয়ে 'এডিটর' করে দিলো]

প্রশান্ত। আমার লেখাটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

নিবারন। হেঃ হেঃ হয়েছে হয়েছে—খুব পছন্দ হয়েছে।

প্রশান্ত। কিছু টাকার প্রয়োজন। আজ নিশ্চয়ই কিছু আশা করতে পারি?

নিবারন। আশা করতে পারেন—কিন্তু পাবেন না।

প্রশান্ত। কেন?

নিবারন। কারণ আপনার লেখা আমার পছন্দ হলেও পাঠকবর্গের পছন্দ হয়নি।

প্রশান্ত। কি করে বুঝলেন?

নিবারন। আমার পত্রিকার কাটতি কমে গেছে।

প্রশান্ত। এর জন্যে কি আমার গল্পই দায়ী ?

নিবারন। নিশ্চয়ই। শুনুন প্রশান্তবাবু! এখন থেকে আমি প্ল্যান করেছি—যে সব পুরুষের অন্ততঃ পক্ষে একশো জন মেয়ে বন্ধু আছে এবং যে সব মেয়েদের অন্ততঃ পক্ষে একশো জন পুরুষ বন্ধু আছে—একমাত্র তাদের লেখাই ছাপবো।

প্রশান্ত। কেন ?

নিবারন। হেঃ হেঃ বুঝলেন না ? কারণ ঐ ধরনের দশজন লেখক লেখিকার রচনা ছাপালেই—দশ into একশো is equal to এক হাজার কপি 'অঙ্কুর'—চোখের নিমেষে বিক্রি হয়ে যাবে। তারপর তো উড়ো খদ্দের আছেই। হেঃ হেঃ বুঝুন—প্লানটা কি রকম বুঝুন!

প্রশান্ত। বুঝেছি। তাহলে আগামী সংখ্যায় ছাপার জন্যে যে গল্পটা দিয়েছিলাম সেটা ফেরত দিন।

নিবারন। একশোবার ফেরত পাবেন। কৈ দাদা, আট আনার ডাক টিকিট দেন!

প্রশান্ত। সে কি! আটআনার ডাক টিকিট কি হবে ?

নিবারন। হেঃ হেঃ কেন ? আমাদের পত্রিকার নিয়মাবলী পড়েন নি ? উপযুক্ত ডাক টিকিট সংগে না দিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

প্রশান্ত। কিন্তু আপনি তো আর ডাকে পাঠাচ্ছেন না ?

নিবারন। বুঝলাম। ডাকে না পাঠিয়ে আপনার হাতেই না হয় দেবো। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের এই সাপ্তাহিক 'অঙ্কুরের' নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি ? হেঃ হেঃ আমি যে প্রোপ্রাইটর!

প্রশান্ত। আপনার এখানে লেখা দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। আগে জানলে আমি কখনও এ রকম একটা বাজে কাগজে লেখা দিতাম না।

নিবারন। [রেগে] কি ? কি বললেন ? বাজে কাগজ ? আমার 'অঙ্কুর' বাজে ? এত বড় কথা! জানেন, আপনাদের মতো লেখকদের আমরাই

বাঁচিয়ে রেখেছি? আমরা না থাকলে কে আপনাদের চিনতো? বাজে কাগজ—আমার 'অঙ্কুর' বাজে? জানেন এই 'অঙ্কুরে' বিনি পয়সায় লিখে লিখে কত লেখক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে?

প্রশান্ত। যাদের দু'মুঠো খাবার জন্যে চিন্তা করতে হয় না, তারা এখানে বিনি পয়সায় লিখতে পারে। কিন্তু আমি পারি নে। কারণ আমাকে প্রত্যেক বেলার অন্ন-সংস্থানের জন্যে চিন্তা করতে হয়। [নিবারন জোরে হেসে উঠলো] হাসছেন যে?

নিবারন। আপনি হাসাচ্ছেন বলেই হাসছি। আরে দাদা! এখানে কি কেউ পয়সার জন্যে আসে না পয়সা পায়? বুঝছেন না—আমরা যে সবাই অঙ্কুর।

[লিলি আসে। নিবারন প্লেট ঘুরিয়ে 'ম্যানেজার' করে দেয়]

লিলি। প্রশান্তদা!

প্রশান্ত। তুমি!

লিলি। হ্যাঁ আমি।

নিবারন। উনি আপনার সংগে দেখা করার জন্যে খুব উৎসুক। মানে আজ ক'দিন থেকেই ঘোরা ফেরা ক'রছেন।

প্রশান্ত। ও!

নিবারন। লজ্জা পাবার কিছু নেই। বলুন—আপনারা কথাবার্ত্তা বলুন। কৈ হে ভবদেব! মেসিনের শব্দ পাচ্ছি না কেন? বলি ঘুমোচ্ছো নাকি?

[নিবারন প্লেটটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়ে ভিতরে যায়]

লিলি। আমার বিশ্বাস ছিল এখানে আপনার দেখা পাবো। দেখা যখন পেলাম—তখন চলুন প্রশান্তদা, বাড়ী ফিরে চলুন।

প্রশান্ত। সে তো হয় না লিলি।

লিলি। কেন—কেন হয় না? আমি আমার নিজের কথা বলতে আসিনি

প্রশান্তদা। আপনি একবার ভাবুন বাবার কথা। আপনি আসার পর থেকে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। যাকে সামনে পান তাকেই জিজ্ঞাসা করেন—'আমার প্রশান্তকে চেনো? সে কোথায় আছে, কেমন আছে বলতে পারো?' [চোখে জল এলো]

প্রশান্ত। তাঁর কথা বলে আমাকে আর দুর্ব্বল করে দিও না লিলি। আমি কথা দিচ্ছি—আমি যাবো। আমি মাঝে মাঝে যাবো তাঁকে প্রণাম করতে। তাঁর আশীর্ব্বাদের যে বড় প্রয়োজন।

লিলি। তবে চলুন প্রশান্তদা!

প্রশান্ত। যাবো। কিন্তু আজ নয়—এখন নয়। এখনও যে আমাকে ঘিরে রয়েছে দারিদ্রের অভিশাপ।

লিলি। প্রশান্তদা!

প্রশান্ত। জগতের চোখে আমি হয়তো কৃতঘ্নতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু বিশ্বাস কর লিলি—আমি যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। তোমাদের ওখানে আমি সান্ত্বনা পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু শান্তি তো পাইনি! তোমাদের ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাকে বৃশ্চিকের মত দংশন করেছে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—আমার মা, বাবা, বিধবা বোন আর তার ছেলে মেয়েদের কথা। তাঁরা হয়তো দু'বেলা—

[কথা অসম্পূর্ণ রেখে দ্রুত চলে যায়। লিলি স্থাণুর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার গাল বেয়ে অশ্রু নামে]

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

তৃতীয় দৃশ্য

বস্তি বাড়ীতে চিন্ময়ের ঘর। বকুল তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে ভাঙ্গা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। পাশেই রান্নার সরঞ্জাম জড়ো করা রয়েছে।

বকুল। আ ম'লো যা! বার বার নিভে মরছিস্ কেন? ধর্না বাবা। এক্ষুনি নবাব পুত্তুররা এসে ব'লবেন—ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও। পিণ্ডি না পাকালে তখন কি খেতে দেবো শুনি? আহাহা, বেচারীরা সারাদিন কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনীটাই না খাটছে! আর আমি নিশ্চিন্তে বাড়ীতে বসে আছি। লোকে দেখলে বলবে কি? বলি ও মুখপোড়া উনুন! ধর্ না বাবা চট্ করে ধর্। সোয়ামী আর দেওরকে টাইম মতো খেতে দিতে হবে তো! তোর আর কি? তোর সোয়ামীও নেই—দেওরও নেই। থাকলে বুঝতিস্।

[উনুনে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলো। চিন্ময় এলো]

ঐ নাও—বলতে না বলতেই একজন এসে হাজির হয়েছেন।

চিন্ময়। কি—কার সংগে কথা হচ্ছে?

বকুল। কার সংগে আবার—আমার অদিষ্টের সংগে।

চিন্ময়। ভালো। [খাটে বসলো। জামাটা খুলে একপাশে রাখলো] প্রশান্ত এখনও ফেরেনি?

বকুল। খাটের তলায় খুঁজে দেখো।

চিন্ময়। ফেরেনি এ কথাটা তো ভাল ভাবেও বলা যায়!

বকুল। এর চেয়ে ভাল কথা আমার মুখ দিয়ে বের হবে না। ভালো কথা যদি শুনতে চাও—তবে আর একটা বিয়ে করো। বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাবে। তবে হ্যাঁ, এও বলে রাখি—ঠিক মতো সাড়ী গয়না দিতে না পারলে মাঝে মাঝে ঝাঁটাও মারবে।

চিন্ময়। দাঁড়াও কথাটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে নি।

[খাটে গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্তর গল্পের খাতাটা টেনে নেয়]

বকুল। বলি শুনছো ?

চিন্ময়। বলো শুনছি।

বকুল। তুমি কি বড়লোক ?

চিন্ময়। কৈ না।

বকুল। তবে হাতী পোষার সখ কেন ?

চিন্ময়। হাতী ! কোথায় ?

বকুল। কেন, চোখের মাথা কি খেয়েছ ?

চিন্ময়। কৈ—সে রকম কিছু খেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না ?

বকুল। তা পড়বে কেন ? নিজের সংসার কি করে চলছে সেদিকে খেয়াল নেই। রাস্তা থেকে এক মিন্সেকে ধরে এনে বলা হলো—'বকুল এ আমার বন্ধু হয়'। আর কি ?—বকুল অমনি সগ্‌গে গেল। যত সব ! আমি পারবো না বাপু তোমাদের এই ঝামেলা পোয়াতে।

চিন্ময়। বকুল, প্রশান্ত গরীব—আমরাও গরীব। গরীব যদি গরীবকে না দেখে তবে কে দেখবে বলো ?

বকুল। দ্যাখো ওসব লাল-ঝাণ্ডা মার্কা বুলি তোমাদের কারখানার মজুরদের সামনে ছেড়ো—হাততালি পাবে। আমাকে শুনিয়ে সুবিধে হবে না। আমি কংগ্রেস।

চিন্ময়। আহা চটো কেন ? কংগ্রেস আর লাল ঝাণ্ডায় আজকাল আর বেশী তফাৎ নেই। দেখছো না—তোমাদের নেতারা আজকাল বড্ড বেশী রাশিয়ার নেতাদের পো ধরেছে ?

বকুল। বেশী বোকোনা বলে দিচ্ছি। ওরকম করলে আমি কংগ্রেস ছেড়ে দেবো।

[illegible]। তা দিও ক্ষতি নেই। কিন্তু দোহাই তোমার—দয়া করে রান্নার ব্যাপারে ধর্ম্মঘট ক'রো না।

বকুল। না—ক'রবো না? কি করে চালাবো বলো তো? চার কুড়ি টাকাতো মাইনে পাও। তার এক কুড়ি বাড়ীতে না পাঠালে ওদিকে আবার অচল। বাকী তিন কুড়ির মধ্যে ঘরভাড়া দিয়ে সংসার কি করে চলে ব'লতে পারো? এর মধ্যে আবার এক বন্ধু এনে হাজির ক'রলেন।

চিন্ময়। ও বেচারার কি দোষ বলো? চেষ্টার তো কোন ত্রুটী করছে না। চাকরী না পেলে কি করবে? আমাদের কারখানার সেই চাকরীটার জন্যে আমিও কি কম কাঠখড় পোড়ালাম?

বকুল। আহাহা—পোড়াও, মনের স্থখে পোড়াও। আমাকেও পুড়িয়ে এসো—তাহলেই নিশ্চিন্দি।

[রান্নার সরঞ্জাম গুছোতে লাগলো। দু'জনেই কিছুক্ষন চুপচাপ]

বকুল। ঘুমোলে নাকি?

চিন্ময়। এখনই?

বকুল। সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কিনা? তাই ভাবছিলাম তুমি বুঝি—

চিন্ময়। না-না, প্রশান্তর এই গল্পটা পড়ছি।

বকুল। হ্যাঁ পড়ো—পড়ে বিদ্যে-দিগ্‌গজ হও।

[বকুল ঘরের বাইরে গেল এবং একটু পরে তরি-তরকারীর ঝুড়ি ও বঁটি নিয়ে ফিরলো। ঝুড়ি নামিয়ে রেখে বঁটি পেতে তরকারী কুটতে স্থরু ক'রলো]

বকুল। শুনছো?

চিন্ময়। শুনছি।

বকুল। তোমাকে যে ক'দিন পয় পয় করে বলছি একখানা সাড়ী না হ'লে আর চলছে না—সে কথা কি কানে যায়নি? বলি কানের মাথা কি একেবারেই খেয়েছো? তোমার কি এতটুকু কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই গা? বলি তুমি তো আমার স্বামী?

চিন্ময়। আমি তোমার স্বামী—অতি ক্ষুদ্র স্বামী। কিন্তু স্বামীর সেরা স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন জানো? বলেছেন—'কটিমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া হে ভারতবাসী, তুমি মুক্ত কণ্ঠে বলো'—

বকুল। আর বলতে হবে না। আমার স্বামী নিয়ে তো আমি জ্বলে পুড়ে মরছি—তা উনি আবার কার স্বামী?

চিন্ময়। এই মরেছে! এ কথা শোনাও পাপ—আমি পালাই।

বকুল। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে বাপু!

[জামাটা কাঁধে ফেলে চিন্ময় বাইরে যেতে চায়। কিন্তু তার পথ রোধ করে দরজার সামনে আবির্ভাব ঘটে টেলিগ্রাম পিওনের]

পিওন। টেলিগ্রাম—

চিন্ময়। টেলিগ্রাম! [সই করে টেলিগ্রাম নেয়। পিওন চলে যায়]

বকুল। ওটা কি?

চিন্ময়। তার। [খাম খুলে টেলিগ্রাম পড়ে]

বকুল। কোথা থেকে এলো? কে লিখেছে? কি লিখেছে?

[চিন্ময় নিরুত্তর]

তুমি কথা ব'লছো না কেন?

চিন্ময়। প্রশান্তর বাবার খুব অসুখ।

বকুল। অসুখ—প্রশান্তর বাবার অসুখ!

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

চতুর্থ দৃশ্য

উৎসবের সন্ধ্যা। পরেশ বাবুর বাড়ীর একটি নির্জ্জন ঘর। পাশের ঘর থেকে সমবেত যন্ত্র সঙ্গীতের রেশ ভেসে আসছে। পরেশ বাবু, দীপঙ্কর ও সখীচাঁদ এলেন।

পরেশ। আসুন আমরা এদিকে একটু নিরিবিলিতে বসি।

সখীচাঁদ। পোরেশ বাবু একেবারে ফাস্‌কিলাস করে ফিলিয়েছেন—হেঃ হেঃ।

দীপঙ্কর। [সখীচাঁদকে দেখিয়ে পরেশ বাবুকে] এঁর সঙ্গে তো পরিচয় হ'লো না?

পরেশ। [পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে] দীপঙ্কর চৌধুরী—নবপ্রভাত কাগজের সিনেমা-এডিটর। আর ইনি হচ্ছেন—

[সখীচাঁদ ইঙ্গিতে পরেশ বাবুকে থামতে বলে]

সখীচাঁদ। লমস্কার। অঙ্কুর কাগজের সোম্পাদক মোশাইতো হামার পরিচয় হাপনাদের কাছে দিয়ে ফিলিছেন। হামি আর লতুন করে কি দিবো—কি বোলবো? বোলবার কোন ভাষাই না আছেন। হামি সখীচাঁদ ফিলিমের মালিক আছেন।

দীপঙ্কর। ও নমস্কার।

সখীচাঁদ। লমস্কার কোরবার কি দরকার অছেন? লেন একটা সিগ্‌রেট পিয়ুন।

দীপঙ্কর। ধন্যবাদ।

সখীচাঁদ। যা কুছু কাম কারবার পোরেশ বাবুই করিশ্চেন। হামি শুধু রূপেয়া দিয়ে দিচ্ছেন। এবার পোরেশ বাবু খুব বড়িয়া খেল বানালো। হোঃ হোঃ হাপনিতো দেখে লিয়েছেন—সেটার লাম দিয়েছেন 'জিঘ্‌ঘাসা'। একেবারে ফাস্‌কিলাস লাম আছেন। হামার খিয়াল হয়, ই খেলা এখানে খুব ভালো চলবে। কারণ ইটা এ বাংলা মুলুকেরই ঘরের কাহানী আছেন। হামার মনে লিলো—বাংলা মুলুকের এই জিঘ্‌ঘাসায় আউর সোকল দেশ একেবারে বুদ্ধু বনিয়ে যাবে। শ্যার হাপনার কাগজে একটু ভালো করিয়ে লিখিয়ে দিবেন তো?

দীপঙ্কর। [কটাক্ষ করে] আচ্ছা চেষ্টা ক'রবো।

সখীচাঁদ। হেঃ হেঃ হামরা বহুত কথা বোললাম—বহুত কথা শুনলোম ভি। মোদ্দা কথা হোচ্ছেন পোরেশ বাবু ইবার হিট্ পিচ্‌কার বনিয়ে

ফিলিছেন। সেই সোম্মানের জোন্যে এবং হাপনাদের মতো গুণীজনের সোম্মানের জোন্যে—

দীপঙ্কর। গুণীজন এখানে কে কে এসেছেন জানি না। তবে আপনি যে প্রকৃতই একজন গুণী ব্যক্তি সেকথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। অতএব যা ক'রবেন, সেটা আপনার নিজের 'সোম্মানের' জন্যেই।

সখীচাঁদ। হেঃ হেঃ ঠিক বলিয়েছেন—হামার সোম্মানের জোন্যে। হামি জানে যে হাপনার অসোম্মান হোলে হামার সোম্মান ভি ফেঁসে যাবেন। পোরেশ বাবু! হাপনি কি ডিরেক্টরী কোরছেন মোশাই? যান সেই ছোক্‌ড়ীটাকে ডেকে লিয়ে আস্থন! কি লাম যেন উয়ার? —ও হাঁ হাঁ ঘুগ্‌নী দেবী।

পরেশ। ঘুগ্‌নী নয়—ঘূর্ণী দেবী।

সখীচাঁদ। ও সে ঘুগ্‌নী ঘূর্ণী একই আছেন। যান যান তাকে লিয়ে আস্থন।

পরেশ। ওদিকে আর সবাই রয়েছেন। তাদেরই মনোরঞ্জনের জন্যে—

সখীচাঁদ। মনোরঞ্জন আবার কে আছেন?

পরেশ। না-না তা নয়। আমি বলছিলাম ওদের খুসী ক'রবার জন্যে—

সখীচাঁদ। রাম রাম! পোরেশ বাবু এ হাপনার কি রকম বিচার আছেন? সবচেয়ে বোড় কাগজের রিপোর্টার সাহেব ইখানে বসে আছেন—আর হাপনি কিনা ছোক্‌ড়ীটাকে রেখে এলেন সিখানে? এই জোন্যেই হাপনার আগের খেলাগুলো সব লাট খেয়ে গিয়েছেন।

দীপঙ্কর। আপনি বিচলিত হবেন না শেঠজী। ওসব করে হয়তো আপনি আমার মনোরঞ্জন করতে পারবেন। তবে জেনে রাখুন—আমার কলম কিন্তু বেইমানিও করতে জানে।

সখীচাঁদ। সেটা কি রকম হ'লো? সেটা যদি হয়ে যান তবে পোরেশ বাবুর জোন্যেই হয়ে যাবেন।

পরেশ। আহা আমার কি দোষ শেঠজী?

সখীচাঁদ। না হাপনার দোষ না আছেন! হামি তখন থিকে চেঁচাচ্ছি যান— গিয়ে সেই ছোক্‌ড়ীটাকে ইখানে লিয়ে আস্থন। ছোক্‌ড়ী নাচুক— তার ঘাগ্‌রার চক্করের সাথে সাথে দীপঙ্কর বাবুর শিরে ভি চক্কর লেগে যাক্।

দীপঙ্কর। চক্কর লাগার আগে এখান থেকে আমার যাওয়াই ভালো। কি বলেন শেঠজী ?

সখীচাঁদ। সেটা কি রকম কথা হোয়ে গেলেন ?

দীপঙ্কর। বলছিলাম কি—শিরে চক্কর লাগলে বাড়ী ফিরে যেতে অস্থবিধে হবে।

সখীচাঁদ। কুছু অস্থবিস্তা হোবে না। হামার গাড়ী হাপনাকে—

দীপঙ্কর। বাড়ীতে পৌছে দেবে তা আমি জানি। এবং এও জানি প্রয়োজন হলে আপনার গাড়ী আমাকে নরকেও পৌছে দিতে পারে।

[সখীচাঁদ বোকার মত হেসে ওঠে]

পরেশ। দীপঙ্কর বাবু! আপনার বাড়ীর সবাই 'জিজ্ঞাসা' দেখবেন নিশ্চয়ই— ক'খানা Complementary লাগবে ?

দীপঙ্কর। দেখলে counter থেকে টিকিট কিনেই দেখবে—'পাশের' প্রয়োজন হবে না। 'পাশে' দবি দেখে যাঁরা সমালোচনা লেখেন—আমাকেও কি সেই দলে ফেলতে চান পরেশ বাবু?

[পরেশ ও সখীচাঁদ হেসে ওঠে]

আপনারা বোধহয় চালে ভুল করেছেন। শত চেষ্টা করেও আপনারা আমার মতবাদের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারবেন না। আচ্ছা আমি চলি। হ্যাঁ, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই পরেশ বাবু। ট্রেড শোতে 'জিজ্ঞাসা' যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয়—এ কাহিনীর স্কোপ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সে স্কোপ্ নষ্ট হয়েছে আনাড়ী হাতের পরিচালনায়।

পরেশ। আপনি এ কথা লিখবেন ?

দীপঙ্কর। নিশ্চয়ই। তাছাড়া সবাই জানে—সত্যি কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে দীপঙ্কর চৌধুরীর অন্ততঃ বাধে না। আচ্ছা নমস্কার।

[চলে যায়]

সখীচাঁদ। সেটা যেন কি রকম গড় বড় হয়ে গেলেন।

পরেশ। কিচ্ছু গড়বড় হয়নি শেঠজী। এক দীপঙ্কর চৌধুরী কি করবে ? আর সব কাগজের সিনেমা এডিটররা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। তাদের দিয়েই আমি বাজী মাৎ করে দেবো।

সখীচাঁদ। বাজী তো মাৎ করিয়ে দিবেন লেকেন ঘুগ্‌নী দেবীর লাচ তো আউর একবার 'ভেরীফাই' করিয়ে লেন। হেঃ হেঃ ছোক্‌ড়ী খুব ভাল আছেন।

পরেশ। আচ্ছা আমি তাকে নিয়ে আসছি। যা ব'লবার আপনিই তাকে ব'লে দিন।

সখীচাঁদ। হাঁ হাঁ লিয়ে আসুন—লিয়ে আসুন।

[পরেশ বাবু ভিতরে গেলেন। সখীচাঁদ নিজের বেশবাস ঠিক করে বসলো। একটি ছোট শিশি বের করে আতর মেখে নিলো। ঘূর্ণী দেবীকে নিয়ে পরেশ বাবু এলেন]

সখীচাঁদ। এই যে হাপনি এসে গিয়েশ্চেন ? লেন—সুরু কোরেন—লাচ সুরু কোরেন।

ঘূর্ণী। [ন্যাকামীর সুরে] না শেঠজী, এখন আর নাচতে পারবো না। কাল আপনাকে কত নাচ দেখিয়েছি। নেচে নেচে পা দুটো ব্যথা হয়ে গ্যাছে। এখন আবার ঐ পার্টিতেও নাচতে হবে।

সখীচাঁদ। পায়ে ব্যথা হইয়ে গিয়েশ্চেন ? সীতারাম—সীতারাম ! কি আপশোষের কোথা আছেন। আসেন—হামি হাপনার পা মর্দ্দন করিয়ে দিচ্ছে।

[পরেশ বাবু হঠাৎ কেশে উঠলেন। সখীচাঁদ বিরক্ত ও অপ্রস্তুত হয়]

আরে মোশাই যান না—ওদিকে একটু দেখাশুনা কোরেন।

পরেশ। না-না—লজ্জা পাবার কিছু নেই শেঠজী। মনে করুন আমি এখানে নেই। তাছাড়া আপনার কখন কি দরকার হয়। হ্যাঁ, ঘূর্ণী দেবী—শেঠজীকে একটু—[হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গীতে] ওঃ হো—আমার মনেই নেই। শেঠজী! ঘূর্ণী দেবী বলছিলেন ওঁর কিছু টাকার প্রয়োজন—অবশ্য Contract এর সম্পূর্নটাই উনি পেয়েছেন।

সখীচাঁদ। কোত?

পরেশ। হাজার দুই হলেই চলবে—কি বলেন মিস্?

ঘূর্ণী। হ্যাঁ—চালিয়ে নেবো।

সখীচাঁদ। তার জোন্যে কি আছেন—লিয়ে লেন টাকা।

[সখীচাঁদ ঘূর্ণীকে টাকা দেয়]

এবার একটু লাচুন।

[ঘূর্ণী দেবী সখীচাঁদের অলক্ষ্যে পরেশ বাবুকে অর্দ্ধেক টাকা দেয়]

ঘূর্ণী। আপনি খালি খালি আমাকে নাচান। আপনি ভা-রি ইয়ে।

সখীচাঁদ। [গদ-গদ হয়ে] কুছু না—কুছু না। কে কাকে লাচাচ্ছে ঘূর্ণী দেবী? সবই রামজীর কিরূপা! লেন-লেন—একবার পেকৃটিস্ করিয়ে লেন।

ঘূর্ণী। নাচতেই হবে?

সখীচাঁদ। হুঁ-হুঁ—লাচতে হোবে। এমোন লাচ ল্যাচতে হোবে যাতে লোকলের দিল ভি লেচে যায়। খিয়াল রাখবেন—হাপনার পায়ের ঘুঙুরের সংগে হামার ছবির ভোবিষ্যৎ, আউর পোরেশ বাবুর ভোবিষ্যৎভি বাঁধা আছে। কেন কি—হাপনার পায়ের তাল যোতো জলদ চোলবে, তোতো জলদ চোলবে রিপোর্টার মোশাইদের কলম। হাপনার ঘুঙুরের যোতো জোরে আবাজ হোবে, রিপোর্টার মোশাইরা তোতো জোরে বোলবে—'এ ছবি খুব ভালো আছে।'

[সখীচাঁদের কথা শেষ হতে না হতেই ঘূর্ণী নাচ সুরু করে]

হাঃ-হাঃ—লাচুন। আরে পোরেশ বাবু আউর কুছু ব্যবস্থা-উবস্থা কোরেন নাই ?

[পরেশ বাবু আলমারি থেকে গ্লাস আর বোতল বের ক'রলেন। গ্লাসে ঢেলে সখীচাঁদকে দিলেন এবং নিজেও অন্য একটি গ্লাসে ঢেলে পান করতে লাগলেন। ঘূর্ণী দেবীর নাচ শেষ হ'লো]

সখীচাঁদ। ঠিক হোয়েছেন—একেবারে ঠিক হোয়েছেন। চোলেন ইবার সিখানে গিয়ে লাচবেন। চোলেন পোরেশ বাবু!

পরেশ। ওকে নিয়ে আপনি যান শেঠজী। আমি এক্ষুনি আসছি।

সখীচাঁদ। আরে উসব খেয়ে কি হোবেন ? উসব থেকে ইসব অনেক ভালো আছেন। আচ্ছা হামি ইনিকে লিয়ে উদিকে সোব মেনেজ করিয়ে দিচ্ছে। [ঘূর্ণীকে নিয়ে চলে যায়]

পরেশ। [আপন মনে] ঐ অস্ত্রেই তো তোমাকে ঘায়েল করেছি শেঠজী। এখনও কিছু বুঝতে পারছো না। কিন্তু একদিন বুঝবে যখন—

[বোতলের সবটুকু মদ গ্লাসে ঢেলে নিলেন। শূন্য বোতল মেঝেয় রেখে পা দিয়ে ঠেলে দিলেন। বোতল মেঝেয় গড়াতে লাগলো। পরেশ বাবু হেসে উঠলেন। ঘরের বাইরের দিক্কার জানলায় প্রশান্তর মুখ দেখা গেল। পরেশ বাবুর নজর হঠাৎ সেদিকে পড়লো]

কে—কে ওখানে ?

প্রশান্ত। আমি প্রশান্ত। না-না আমি আপনার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রবো না। আমি সংক্ষেপে আপনাকে কিছু বলতে চাই।

[প্রশান্তর কথা শুনে মনে হয় সে খুব অসুস্থ]

পরেশ। ঐ পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে এসো।

[প্রশান্ত ভিতরে এলো]

বলো—তুমি কি বলতে চাও ?

প্রশান্ত। আমি কিছু টাকা চাই।

পরেশ। টাকাতো আমি তোমাকে দিয়েছি।

প্রশান্ত। অস্বীকার ক'রবো না। তবে আমি যা দিয়েছি—তার তুলনায় আপনি আমাকে কতটুকু দিয়েছেন?

পরেশ। যতটুকু তোমার যোগ্যতা।

প্রশান্ত। [ম্লান হেসে] হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি আমার যোগ্যতা নেই।

পরেশ। তাহলে এসেছো কেন?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, তবুও আমি এসেছি। আমার বাবার খুব অসুখ। হয়তো তিনি আর বাঁচবেন না। তাই লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম—সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে অসুস্থ শরীরে আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

পরেশ। [বিদ্রুপ করে] তাই নাকি? [হেসে উঠলেন]

প্রশান্ত। বিশ্বাস করুন, টাকা না পেলে বাবার সঙ্গে আমার শেষ দেখাটা হয়তো হবে না। জানেন, আমাকে নিয়ে তিনি কত স্বপ্ন দেখতেন! আমি বড় হবো—তাঁর দুঃখ ঘোচাব। কিন্তু তার সেই স্বপ্নকে আমি সার্থক করে তুলতে পারিনি। আজ তাঁর এই অন্তিম মুহূর্ত্তে অন্ততঃ তাঁর প্রতি আমার শেষ কর্ত্তব্যটুকু করতে দিন।

পরেশ। আমি খুব ব্যস্ত—তুমি এখন যেতে পারো।

প্রশান্ত। ওঃ বেশ—আমি তাই যাচ্ছি।

[ভিতরের দিকে অগ্রসর হ'লো]

পরেশ। ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? ওদিকে সব গন্য মান্য ভদ্রলোকেরা রয়েছেন—কাগজের রিপোর্টাররা রয়েছেন।

প্রশান্ত। জানি—আপনার ভাগ্য বিধাতারা ওদিকে রয়েছেন। আমি তাঁদের কাছেই যাবো। দেখি তাঁরা আমার ভাগ্যফল কি নির্ণয় করেন?

পরেশ। ও দিকে তুমি যেতে পারবে না।

প্রশান্ত। আমি যাবো। ওঁদের কাছে আমি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ ক'রবো। বিচার হয়তো পাবো না—তবুও সকলের সামনে আমি আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রবো।

[মহীতোষ এসে একপাশে দাঁড়ায়]

পরেশ। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

[প্রশান্তকে লাথি মারলেন। প্রশান্ত পড়ে গেল। চেয়ারের কোনে লেগে তার কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। সে ধীরে ধীরে মাথা তুলে—'উঃ বাবাগো!' বলে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলো। মহীতোষ তাড়াতাড়ি প্রশান্তর কাছে এগিয়ে আসে]

মহীতোষ। ইস্ এ যে রক্ত! এ আপনি কি করলেন? কেন আপনি ওকে লাথি মেরে ফেলে দিলেন?

পরেশ। লাথিই ওদের প্রাপ্য।

মহীতোষ। তাই বটে। অনাহারে, অনিদ্রায়, চরম দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে একজন করবে সৃষ্টি—আর তারই পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠবে আর একজনের পাঁচতলা ইমারত, ছুটবে হাওয়ার বেগে ষ্টুডিবেকার গাড়ী। সভ্য জগতের এই তো বিচার!

পরেশ। মহীতোষ—নিজের কাজে যাও।

মহীতোষ। না-না। আর নয় মিঃ বোস—আর নয়। ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। সিনেমার হিরো হবার মোহে—আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়ে, পরমারাধ্য দেবতাজ্ঞানে আমি আপনার পায়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কখনও আমি আপনার অবাধ্য হইনি—অশ্রদ্ধাও প্রকাশ করিনি। কিন্তু প্রশান্ত বাবুকে আঘাত করে আজ আপনি আমার সেই অনন্ত বিশ্বাসের মূলেই আঘাত করেছেন। মোহ আমার কেটে গেছে। [প্রশান্তকে তুলে

ধরে] চলুন প্রশান্ত বাবু! লজ্জা কি? এইতো আপনার প্রাপ্য। বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছেন আপনি—তাইতো আপনার অদৃষ্টে আজ এই রক্তপাত—এই তো আপনার পুরস্কার!

পরেশ। মহীতোষ!

মহীতোষ। ভয় নেই। আপনার কাহিনী আমি যা জানি—তা কারও কাছে প্রকাশ ক'রবো না। তবে আমার বিশ্বাস আজকের এই উচ্চাসন থেকে একদিন আপনি গড়িয়ে নীচে পড়বেনই। আর সেই সংগে সংগে আপনার মুখোষটাও সেদিন খুলে যাবে।

[মহীতোষ প্রশান্তকে নিয়ে বেরিয়ে যায়]

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

পঞ্চম দৃশ্য

পার্কের ভিতরে সরু পায়ে চলার পথ। এক পাশের রেলিঙ দেখা যাচ্ছে। আর এক পাশে 'জিজ্ঞাসা'র একটা বড় 'ব্যানার' ঝুলছে। তাতে লেখা—'মধুমালঞ্চে প্রত্যহ ৩টা, ৬টা ও ৯টা—জিজ্ঞাসা। রচনা ও পরিচালনা—পরেশ বসু।' এককোনে একখানা বেঞ্চ। মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ। একদিকে একটা 'লাইট-পোষ্ট।' চারদিকে আবছা অন্ধকার।

একটা ঝোপের আড়ালে বসে সুরেন একমনে সিগারেট টানছে। আবছা অন্ধকারে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা গেলেও তাকে চেনা যায় না। দূর থেকে ভেসে আসে সেই অন্ধের গানের দু'টি কলি—

না জানি কোন্ পাপে,
কোন্ সে অভিশাপে;
পেয়েছি শাস্তি বিধাতার।

কাহারে বোঝাব,
কাহারে শোনাব,
মোর হৃদয়ের হাহাকার।

মহীতোষের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রশান্ত আসে। তার কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গান শুনে সে থম্‌কে দাঁড়ায়।

প্রশান্ত। না জানি কোন্ পাপে, কোন্ সে অভিশাপে, পেয়েছি শাস্তি বিধাতার। বাঃ বেশ সুন্দর গান।

মহীতোষ। আমাদের নীরব উপলব্ধির মর্ম্মভেদী জিজ্ঞাসা।

প্রশান্ত। জিজ্ঞাসা! মহীতোষ বাবু, আজই তো জিজ্ঞাসার উদ্বোধন হোল—না?

মহীতোষ। হ্যাঁ। আগামী কালের কাগজে যাতে ভালো রিপোর্ট বের হয়—তার জন্যেই তো আজকের ঐ ভোজসভা। এখানে একটু বসবেন প্রশান্তবাবু?

প্রশান্ত। বসুন।

[দু'জনে বেঞ্চে বসে]

মহীতোষ। আমাদের স্বপ্নগুলো সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

প্রশান্ত। বড় আঘাত পেয়েছেন—না মহীতোষ বাবু?

মহীতোষ। [ম্লান হেসে] আঘাত!

[অন্ধর ছেলে কানাই আসে। তার বগলে ভাজকরা একটা 'র‍্যাশান ব্যাগ।' হাতে এক প্যাকেট চানাচুর। সে আপন মনে মুখস্ত করার মতো বলতে থাকে]

কানাই। এক জনের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছ বলে সমস্ত মানুষকেই মনুষ্যত্বহীন বলে মনে কোরনা ভাই। [হঠাৎ প্রশান্তকে দেখে] প্রশান্তদা! তুমি এখানে বসে? ওকি তোমার কপালে কি হয়েছে?

প্রশান্ত। ফেটেছে।

কানাই। সে কি!

প্রশান্ত। এবার বোধহয় কপাল খুললো রে কানাই।

কানাই। কি যে বলো! জানো প্রশান্তদা—আজ না এক টাকা বার আনা লাভ হয়েছে। আর এই এক প্যাকেট বেঁচে গেছে। তুমি খাবে?

প্রশান্ত। না ভাই—তুমি খাও।

মহীতোষ। [কানাইকে] তুমি যেন কি বলতে বলতে যাচ্ছিলে?

কানাই। ও! ওগুলো প্রশান্তদার কথা। অনে-ক দিন আগে উনি আমাকে বলেছিলেন। কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। পাছে ভুলে যাই—তাই যখনই সময় পাই মুখস্ত করি। তুমি এখন বাড়ী যাবে প্রশান্তদা?

প্রশান্ত। একটু পরে যাচ্ছি।

কানাই। ঐ যাঃ বাবার ওষুধটা তো আনতে ভুলে গেছি। তুমি বসো প্রশান্তদা—আমি এক্ষুনি আসছি।

[যেদিক দিয়ে এসেছিল ছুটে সেদিকে চলে যায়]

প্রশান্ত। এতটুকু ছেলে সেও তার বাবার সেবা করছে। আর আমি?

মহীতোষ। ছেলেটিকে—

প্রশান্ত। একটু আগে যার গান শুনছিলেন—ও তারই ছেলে। নাম কানাই। চানাচুর বিক্রী করে। ঘটনাচক্রে আমরা একই বস্তিতে থাকি। ওর বাবা অন্ধ। আগে পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করতো। এখন অসুখে ভুগছে। বাইরে বের হতে পারে না। তবু মাঝে মাঝে বন্ধ ঘরের মাঝ থেকে বুক ফাটা কান্নার মতো ভেসে ওঠে ওর গান। [হঠাৎ ব্যানারটার দিকে চোখ পড়তে] বাঃ কি সুন্দর!

মহীতোষ। কি?

প্রশান্ত। ঐ ব্যানারটা। আপনি একটু বসুন মহীতোষ বাবু—আমি আসছি।

[প্রশান্ত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসার ব্যানারের কাছে যায়। ব্যানারে মাথা রেখে

হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তার দু'চোখে অশ্রু দেখা দেয়। সে ব্যানারের গায়ে হাত বুলোতে থাকে]

প্রশান্ত। কি সুন্দর—তুমি কি সুন্দর! আমি নিজে তোমাকে তুলে দিয়েছি অপরের হাতে। তুমি আজ অপরের নাম বুকে নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাকে তো আর আমি আমার বলে দাবী করতে পারবো না! তবু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবো তোমার রূপ—তোমার অভ্যর্থনা। এ ভিন্ন তো আমার আর কোন উপায় নেই। তুমি যে আমার বুকের পুঞ্জীভূত বেদনার আর্ত্ত জিজ্ঞাসা।

[ব্যানারের পাশের ঝোপ থেকে সুরেন উঠে দাঁড়ায়। অবিন্যস্ত পোষাক। মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া—চোখে ভীতি-বিহ্বল চাহনী। সে ধীরে ধীরে প্রশান্তর কাছে এগিয়ে আসে]

সুরেন। [আপন মনে] এ আমি কি দেখলাম?

প্রশান্ত। কে?

সুরেন। আমি—আমি সুরেন।

প্রশান্ত। কি চান—আর কি চান আপনি? আপনারই জন্যে আমার—

সুরেন। [উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে] শুধুতো আপনার নয়। কত লোক—কত লোক আমার জন্যে—কিন্তু এমনিভাবে তো কারও মর্ম্মব্যথা আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠেনি। [কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হয়] জানেন প্রশান্ত বাবু, পুলিশ আমাকে খুঁজছে। জীবনে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক অপকর্ম্মই করেছি। আজও হয়তো পালাতে পারতাম। কিন্তু কোথায় যাবো? আজ ক'দিন থেকে প্রতিনিয়ত কানে আসছে একটা চাপা কান্নার সুর—কতকগুলো দীর্ঘ নিঃশ্বাস। মাঝে মাঝে কারা যেন ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলে—'কোথায় পালাবে? আমরা তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না।' [সুরেন ঘামতে থাকে]

প্রশান্ত। বিবেক বিদ্রোহী হয়েছে। আসুন মহীতোষ বাবু!

[টলতে টলতে প্রশান্ত চলে যায়। মহীতোষ তার অনুসরণ করে]

সুরেন। বিবেক বিদ্রোহী হয়েছে!

[বেঞ্চে মুখ ঢেকে বসে পড়ে। ওষুধের শিশি হাতে কানাই আসে]

কানাই। চলো প্রশান্তদা!

[সুরেন মুখ তোলে। কানাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের মনকেই যেন প্রবোধ দেয়]

ও: চলে গেছে? [যেতে উদ্যত হয়]

সুরেন। শোন!

কানাই। আমাকে বলছেন?

সুরেন। প্রশান্তবাবু কোথায় থাকেন বলতে পারো?

কানাই। ঐ বস্তির আট নম্বর ঘরে। কেন বলুন তো?

সুরেন। না মানে—এমনি একটু দরকার ছিল।

কানাই। ও! [আবার যেতে উদ্যত হয়]

সুরেন। শোন!

[কানাই ফেরে। সুরেন পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে কানাইকে দিতে চায়]

এতে অনেক টাকা আছে—এটা তুমি নাও।

কানাই। কেন! আমি নেবো কেন?

সুরেন। আমার কাছে এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে—ধরো। তুমি এইমাত্র যে খবরটা দিলে—এটা তারই পুরস্কার।

কানাই। পুরস্কার!

[কানাই সুরেনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তারপর মৃদু হেসে বলে]

পুরস্কার তো আমি পেয়ে গেছি। এই যে কপালে—

সুরেন। ও তো একটা কাটা দাগ।

কানাই। হঁ্যা। লাথি যারা মারে তারা সহজেই ভুলে যায়। কিন্তু লাথি যারা খায়—তারা ভুলতে পারে না।

[দ্রুত চলে যায়]

সুরেন। খোকা—শোন-শোন!

[অনুসরণ করে। অপর দিক থেকে ব্রজেনবাবু আসেন]

ব্রজেন। নেই—এখানেও নেই। নাবারুণ নেই। প্রশান্তকেও খুঁজে পাচ্ছি না। সব হারিয়ে গেছে। But how can I believe—যে তারা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে? তারাও মানুষ। তাদের মনেও স্নেহ আছে—দয়া আছে—মায়া আছে—মমতা আছে। তবু—তবু কেন তারা আসছে না?

[হঠাৎ জিজ্ঞাসার ব্যানারটার দিকে নজর পড়ে]

এখানেও রয়েছে সেই এক জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন আছে—কিন্তু উত্তর নেই।

[লিলি আসে]

লিলি। একি বাবামণি! তুমি এখানে?

ব্রজেন। অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজছি। তুমি কোথা থেকে মামণি?

লিলি। সিনেমায় গিয়েছিলাম। আশ্চর্য্য বাবামণি! প্রশান্তদার এ উপন্যাস আমি কতবার পড়েছি। তুমিও পড়েছ। অথচ আজ সিনেমায় দেখলাম—সেই একই উপন্যাস, রচনা ও পরিচালনায় পরেশ বসু।

ব্রজেন। এ অন্যায়। বলতে পারো মামণি—কি করে এটা সম্ভব হ'লো?

লিলি। হয়তো—

ব্রজেন। চুরি করেছে—প্রতারণা করেছে। আমার প্রশান্তর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। না না, এ আমি কখনই সহ্য ক'রবো না। ছিঁড়ে ফেলবো এ অন্যায় প্রচারপত্র—থামিয়ে দেব অন্যায়ের জয়যাত্রা।

[ব্যানারটা ছিঁড়তে উদ্যত হন]

লিলি। বাবামণি!

ব্রজেন। এঁ্যা!

লিলি। এইটুকু প্রচারপত্র ছিঁড়ে এতবড় একটা অন্যায়ের গতিরোধ কি করতে পারবে?

ব্রজেন। হয়তো পারবো না। কিন্তু তাই বলে এই অন্যায়কেও স্বীকার করে নিতে পারছি না মামণি। আমাকে প্রতিবাদ করতেই হবে।

লিলি। প্রতিবাদ আমরা করবো। কিন্তু তার আগে প্রশান্তদাকে—

ব্রজেন। খুঁজে বের করতেই হবে—ফিরিয়ে আনতেই হবে। You are right. কিন্তু কোথায় খুঁজবো তাকে? আচ্ছা মামণি সে তো তোমাকে বলেছিলো—

লিলি। হ্যাঁ বাবামণি। বলেছিলেন—মাঝে মাঝে তিনি আসবেন তোমাকে প্রণাম করতে, তোমার আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিতে।

ব্রজেন। কিন্তু কৈ—সে তো এলো না? না এসেই আশীর্ব্বাদ পেয়ে গেছে কিনা—তাই হয়তো আসেনি। [রুদ্ধ আবেগে] কিন্তু সে কি বুঝতে পারছে না যে আমরা তাকে খুঁজছি—তার পথ চেয়ে বসে আছি। [হঠাৎ লিলির চোখের দিকে নজর পড়তে] একি মামণি! তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদছো? সেও হয়তো প্রতারিত হয়ে ঠিক এমনি ভাবে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে। But how funny! আমি কাঁদতে ভুলে গেছি।

[হঠাৎ পাগলের মতো হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেন]

লিলি। বাবামণি!

[ব্যস্ত ভাবে সুরেন এসে ব্রজেন বাবুর পিছনে দাঁড়ায়]

সুরেন। মিঃ রায়!

[লিলি সুরেনকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়ায়]

ব্রজেন। [সুরেনের দিকে না তাকিয়ে] কে ?

সুরেন। আমি সুরেন।

ব্রজেন। কি চাও ?

সুরেন। পুলিশ আমাকে follow করেছে—

ব্রজেন। তোমার সামনেও তো একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার !

সুরেন। সে জন্যে ভয় করি না।

ব্রজেন। কারণ ?

সুরেন। কারণ আমি প্রস্তুত। যাক্ সে কথা। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হ'লো। কৃতকর্ম্মের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত—

ব্রজেন। প্রায়শ্চিত্ত !

সুরেন। হ্যাঁ—প্রায়শ্চিত্ত। শুনুন মিঃ রায়! নবারুণের মৃত্যু একটা accident. তার জন্যে প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা কেউই দায়ী নই। কিন্তু যাকে পেয়ে নবারুণকে হারানোর ব্যথা আপনি ভুলতে পেরেছিলেন—সেই প্রশান্ত বাবুর সংগে যে প্রতারণা আমি করেছি, যে আঘাত আমি তার প্রাণে দিয়েছি—সেকথা শুনলে আপনারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। এইমাত্র তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছি—

ব্রজেন। দেখেছ ?—তুমি তাকে দেখেছ ? [লিলিকে] শুনেছ—শুনেছ মামণি এর সঙ্গে আমার প্রশান্তর দেখা হয়েছে।

লিলি। কি বললেন—কি বললেন প্রশান্তদা ?

সুরেন। পরনে ছেঁড়া জামা কাপড়, শুক্‌নো মুখ, রুক্ষ চুল—কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এই ব্যানারটায় হেলান দিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছিলেন তিনি। আমি ঐ ঝোপের আড়ালে বসে ছিলাম। স্থির থাকতে পারলাম না। চোখের সামনে ভেসে উঠলো শত শত প্রশান্ত বাবুর মুখ। তারাও হয়তো কোন্ অন্ধকারে বসে ঠিক এমনি ভাবে গুম্‌রে

গুমরে কাঁদছে। ছুটে এলাম প্রশান্ত বাবুর পাশে। এসেছিলাম ক্ষমা চেয়ে নেবো বলে—কিন্তু পারিনি।

ব্রজেন। বলতে পারো—বলতে পারো কোথায় সে থাকে?—কোথায় গেলে তার দেখা পাবো?

সুরেন। সামনের ঐ বস্তির আট নম্বর ঘরে।

ব্রজেন। ঐ বস্তির!

সুরেন। হ্যাঁ। আর দেরী করবেন না। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে। আপনারা যান—আপনারা যান মিঃ রায়।

লিলি। আপনি?

সুরেন। আঃ দেরী করবেন না লিলি দেবী। যান—প্রশান্ত বাবুকে দেখুন। নিজের জীবনের নির্ম্মম পরিণতি আজ আমি নিজের হাতে বেছে নিয়েছি। আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও কেউ ফেলবে না। কিন্তু প্রশান্ত বাবুর মতো একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে আপনি এমনি ভাবে অস্বীকৃতির দমকা হাওয়ায় নিভে যেতে দেবেন না।

ব্রজেন। না-না-না—ঐ প্রদীপ্ত শিখাকে আমি কখনই নিভে যেতে দেবো না। আমার নবারুণ নিভে গেছে। কিন্তু প্রশান্ত নিভবে না। সে জ্বলবে—ধ্রুব তারার মতো জ্বলবে। অশান্ত জীবন সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের সে পথ দেখাবে। এসো মামণি!

[ব্রজেন ও লিলি চলে যায়। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো পুলিশের বুটের শব্দ আর হুইসিলের আওয়াজ ভেসে আসে]

সুরেন। পুলিশ! পুলিশ এসে পড়েছে। এখুনি আমাকে ধরবে—সাজা দেবে। না-না, তার আগে—

[সুরেন চারদিকে ভাল করে দেখে নেয়। তারপর 'লাইট-পোষ্টে' হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। আব্‌ছা অন্ধকারে তার দেহ ঢেকে যায়। হঠাৎ পাঁচ-ছটা টর্চের আলো সুরেনের মুখে এসে পড়ে। দেখা যায়—থুত্‌নীর নীচে

রিভল্‌বারের নলটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরেন ঘামছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে ওঠে]

না না—আমি মরতে চাইনে।

[কিন্তু তার হাতের রিভল্‌বার গর্জ্জে ওঠে—সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সুতীব্র ভাবে পুলিশ হুইস্‌ল্‌ বেজে ওঠে]

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

বস্তি বাড়ীতে চিন্ময়ের ঘর। একদিকে তক্তাপোষে প্রশান্তর বিছানা পাতা। অপর দিকে বকুল তোলা উনুনে খাতার পাতা ছিঁড়ে আঁচ দিচ্ছিলো। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়—বকুল বিরক্ত হয়।

মহীতোষ। [বাইরে থেকে] বাড়ীতে কে আছেন ?

বকুল। যার বাড়ী তিনিই আছেন। তুমি মুখপোড়া কে হে ?

মহীতোষ। [বাইরে থেকে] দরজাটা খুলুন না।

বকুল। [অনুকরণ করে] দরজাটা খুলুন না ! ওরে আমার সাধের ময়না রে ! খুলুন বললেই খুলবো নাকি ?

মহীতোষ। [বাইরে থেকে] প্রশান্ত বাবু এসেছেন—

বকুল। তবে আর কি ? শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে ঘরে তুলি !

[দরজা খুলে প্রশান্তকে দেখে]

একি ! কি হয়েছে ?

মহীতোষ। হঠাৎ রাস্তায় পড়ে গিয়ে—

প্রশান্ত। না-না—তা নয় বকুল বৌ। একটু—একটু বিশ্রাম চাই বকুল বৌ।

বকুল। বেশ তো—এখানেই শুয়ে পড়ো।

[মহীতোষ প্রশান্তকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়]

মহীতোষ। আমি তাহলে আজ আসি প্রশান্ত বাবু?

[বকুল পাখা দিয়ে প্রশান্তকে বাতাস করতে থাকে]

প্রশান্ত। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

মহীতোষ। ও কথা বলে আমাকে আর অপরাধী করবেন না। আর কেউ না জানলেও মিঃ বোসের ব্যাপারটা আমি তো—

প্রশান্ত। থাক্ সে কথা। আপনি এখন কোথায় যাবেন মহীতোষ বাবু?

মহীতোষ। সিনেমার হিরো হবার মোহে বাড়ী ছেড়ে এসে যদি ফুট্‌-পাথের অতিথিদের মাঝে হারিয়ে যাই—তার জন্যে দোষ দেবো কাকে? বাড়ীতেই বা ফিরবো কোন্ মুখ নিয়ে? তার চেয়ে এই ভালো হ'লো। আমি ঠিক রইলাম—কিন্তু আমার কোন ঠিকানা রইলো না।

[মহীতোষ চলে যায়]

বকুল। কি হয়েছে তোমার? মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, না-না। কিছু হয়নি বকুল বৌ—আমি ভালই আছি।

বকুল। [প্রশান্তর কপালে হাত দিয়ে] একি! তোমার শরীর যে পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে তুমি ঘুরছিলে? তুমি কি একটু বিশ্রামও করতে পারো না? সারা হপ্তা চাকরীর খোঁজে অফিসের দরজায় দরজায় ধর্ণা দাও। রোজ রাত দুটো তিনটে পর্য্যন্ত জেগে লেখো—সুযোগ পেলেই বাইরে বাইরে ঘোর। কিন্তু কেন?—কেন বলোতো? কি দরকার তোমার টাকার? আমাদের দু'জনের পেট যদি চলে—তোমারও কি চলতো না? তুমি কি আমাদের পর? আজ যদি আমার নিজের ভাই থাকতো—তাকে কি আমি দূরে ঠেলে দিতে পারতাম? বুঝেছি, তুমি আমার মুখের কথা শুনে—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে—

প্রশান্ত। বকুল বৌ!

বকুল। বলো প্রশান্ত—এখন যদি তোমার কিছু হয়, তাহলে আমি কি জবাব দেবো তোমার বাবা মা'র কাছে ?

প্রশান্ত। জবাব আমি দেবো বকুল বৌ—জবাব আমাকে দিতেই হবে। আমাকেই দিতে হবে সেই কৈফিয়ৎ। শিক্ষিত সক্ষম একটি ছেলে কেন তার বৃদ্ধ বাপ মার ভরণ-পোষণে অক্ষম হ'লো ? কিন্তু কি কৈফিয়ৎ আমি দেবো ? উঃ মাথায় বড় যন্ত্রণা বকুল বৌ—মাথায় বড় যন্ত্রণা।

[বকুল প্রশান্তর মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করতে থাকে]

বকুল। এইতো আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

[চিন্ময় এলো]

বকুল। এসেছো ? দেখো—আমার প্রশান্তর কি হয়েছে দেখো।

চিন্ময়। [প্রশান্তকে দেখে] সেকি ! কি হ'লো—কি হ'লো ?

[প্রশান্তর বিছানায় বসে]

বকুল। আমি ওকে যখন তখন যা তা বলি কিনা—তাই আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে—

[চোখে আঁচল চাপা দিয়ে একটা বাটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়]

চিন্ময়। প্রশান্ত !

প্রশান্ত। চিন্ময় !

চিন্ময়। তোমার কপালে—

প্রশান্ত। কপালে এঁকেছি লাজ-টিকা। এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার অক্ষমতার লজ্জা।

চিন্ময়। একজন ভালো ডাক্তার— [উঠতে যায়]

প্রশান্ত। যেওনা—যেওনা চিন্ময়। আমি বুঝতে পারছি—সময় আমার শেষ হয়ে এসেছে। যাবার বেলায় শেষ বারের মতো আমি তোমাকে

একটু কাছে পেতে চাই। নিজের দুঃসহ দারিদ্রকে উপেক্ষা করে চরম দুর্দ্দিনে তুমি যে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে—তোমার সে ঋণ—

চিন্ময়। এ তুমি কি ব'লছো প্রশান্ত—এ তুমি কি ব'লছো? এ কথা বলে তুমি আর আমাকে অপরাধী ক'রো না।

[বকুল বাটিতে করে দুধ নিয়ে এসে উনুনে গরম করতে থাকে]

প্রশান্ত। চিন্ময়!

চিন্ময়। বলো প্রশান্ত।

প্রশান্ত। এতদিন নীরবে নিভৃতে আমার লেখনী যা সৃষ্টি করেছে—আজ যাবার বেলায় তা তোমার হাতে তুলে দিয়ে যেতে চাই।

চিন্ময়। শাস্তি—শাস্তি দিয়ে যেতে চাও? বেশ তাই দাও। শাস্তিই তো আমার প্রাপ্য।

প্রশান্ত। না-না শাস্তি নয়—আমার এতদিনের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য। ঐ তাকের উপর আমার রচনাবলীটা আছে—একবার নিয়ে এসো না ভাই।

চিন্ময়। সেটা তো আমি তখন পড়ছিলাম। এখানে এই বিছানার ওপর ছিল। দাঁড়াও ভাই দিচ্ছি।

[চিন্ময় খাতাটি খুঁজতে লাগলো]

প্রশান্ত। বড় তেষ্টা—একটু জল।

বকুল। না-না জল নয়—এই গরম দুধটুকু খেয়ে নাও।

[দুধের বাটি প্রশান্তর হাতে দেয়। প্রশান্ত বাটি মুখে তোলে]

চিন্ময়। বকুল! এ তুমি কি করেছ? তুমি প্রশান্তর খাতা পুড়িয়ে—

[প্রশান্তর মুখ থেকে দুধের বাটি পড়ে যায়। সে আর্ত্তস্বরে ডেকে ওঠে]

প্রশান্ত। বকুল বৌ!

[টলতে টলতে উনুনের কাছে গিয়ে পোড়া খাতার ছাইগুলো দু'হাতে চেপে ধরে]

চিন্ময়। প্রশান্ত! [অশ্রু গোপন করতে মুখ ঢাকে]

প্রশান্ত। এ তুমি কি করলে বকুল বৌ—এ তুমি কি করলে? আমার এতদিনের সাধনা, এতদিনের স্বপ্নকে তুমি এমনি ভাবে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে?

[বকুল নিস্পন্দ। তার দু'গাল বেয়ে অশ্রু নামে]

তোমার কি এতটুকু মায়া হ'লো না বকুল বৌ—এতটুকু মায়া হ'লো না?

বকুল। আমি না জেনে, না বুঝে অপরাধ করেছি প্রশান্ত—আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

[বাইরে থেকে কানাই ডাকে]

কানাই। প্রশান্তদা— ও প্রশান্তদা!

বকুল। প্রশান্ত!

[প্রশান্তকে তুলে ধরতে যায়। কিন্তু তখন তার দেহে প্রাণ নেই]

ঠা-কু-র-পো!

[আর্ত্তস্বরে বকুল কেঁদে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ব্রজেন, লিলি আর কানাই ঢোকে]

চিন্ময়। প্রশান্ত!

বকুল। এ আমি কি ক'রলাম—এ আমি কি ক'রলাম!

কানাই। [অস্ফুট স্বরে] প্রশান্তদা!

ব্রজেন। নিভে গেছে।

[কানাই এর দু'কাঁধে হাত রেখে ব্রজেন বাবু কোন রকমে নিজেকে সামলে রাখেন। দু'জনের চোখেই দেখা দেয় অশ্রু। বিছানায় মুখ লুকিয়ে কান্নার আবেগকে সংযত করতে চেষ্টা করে চিন্ময়]

লিলি। না-না—এমনি ভাবে তোমার নীরব সাধনা নিভৃত অশ্রুধারায় আমি মুছে যেতে দেবো না। বলো—বলো—একবার শুধু বলো যে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।

বকুল। এই দেখো—এই দেখো এখনও ওর হাতে রয়েছে সেই সর্ব্বনাশা ছাই।

[বকুল প্রশান্তর হাত থেকে পোড়া খাতার ছাইগুলো নেয়]

ব্রজেন। ফেলোনা—ফেলোনা—ওগুলো আমার হাতে দাও।

[ছুটে গিয়ে বকুলের হাত থেকে ছাইগুলো নেয়]

সারা জীবন দারিদ্রের সংগে সংগ্রাম করে যে সাহিত্যের সেবা ক'রলো —সে আমাদের কাছ থেকে কি পেলো? পেলো—লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা আর পেলো এই একমুঠো ছাই। না-না-না, এগুলো আমি নষ্ট হতে দেবো না—নষ্ট হতে দেবো না। এই তো আমাদের প্রাপ্য—এই তো আমাদের শাস্তি।

য ব নি কা